বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭শে মাঘ, ১৪১২/৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭শে মাঘ, ১৪১২ মোতাবেক ৯ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৬ সনের ৬নং আইন

কৃষিকাজে ব্যবহার্য সার ও সারজাতীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, আমদানী, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু কৃষিকাজে ব্যবহার্য সার ও সারজাতীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন, আমদানী, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণসহ এতদসংক্রান্ত বিষয়বলী সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এত্দদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা ঃ—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "অনুপুষ্টি সার বা Micronutrient Fertilizer" অর্থ এমন পুষ্টি উপাদান সম্বলিত সার যাহাতে জিংক, বোরন, আয়রন, ম্যাংগানিজ, কপার, মলিবডেনাম ও ক্লোরিন বিদ্যমান থাকে এবং যাহা, অল্প পরিমাণে হইলেও, উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়;

(২) "আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান বা Essential Plant Nutrients" অর্থ নিম্নোক্ত যে কোনো এক বা একাধিক উপাদান যথা ঃ—

(ক) নাইট্রোজেন; (খ) ফসফরাস; (গ) পটাসিয়াম; (ঘ) সালফার; (ঙ) ক্যালসিয়াম; (চ) ম্যাগনেসিয়াম; (ছ) জিংক; (জ) বোরন; (ঝ) আয়রন; (ঞ) ম্যাংগানিজ; (ট) কপার; (ঠ) মলিবডেনাম; এবং (ড) ক্লোরিন।

(৩) "আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার করিবার এখতিয়ারসম্পন্ন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কিংবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত;

(৪) "উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক বা উদ্দীপক বা Plant growth regulator of stimulant" অর্থ যে সকল হরমোন উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের অংশবিশেষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে বা উদ্দীপনকরণে সহায়তা করে;

(৫) "কমিটি" অর্থ ধারা ৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি;

(৬) "খুচরা বিক্রেতা" অর্থ যে ব্যক্তি সরাসরি কৃষক বা ভোক্তার নিকট সার বিক্রয় করে;

(৭) "জীবাণু সার বা Bio-fertilizer" অর্থ জীবাণু (Microbes) ভিত্তিক সার, যাহা বাতাসের নাইট্রোজেন সংবন্ধন বা মাটির অদ্রবণীয় ফসফরাস ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান দ্রবীভূতকরণপূর্বক উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে;

(৮) "নিবন্ধন" অর্থ ধারা ৮ এর অধীন নিবন্ধন;

(৯) "নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন কর্তৃপক্ষ;

(১০) "নিশ্চয়তা বিশ্লেষণ বা Garanteed Analysis"অর্থ সংশ্লিষ্ট সারের উপাদান হিসেবে স্বীকৃত সকল আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের নিম্নতম শতকরা হারের উল্লেখ;

(১১) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(১২) "নীট ওজন বা Net Weight" অর্থ সারের বস্তা, আধার বা কন্টেইনারের ওজন ব্যতীত সারের ওজন;

(১৩) "পরিদর্শক" অর্থ ধারা ৯-এর অধীন নিযুক্ত পরিদর্শক;

(১৪) "পরীক্ষাগার" অর্থ ধারা ২৭ এর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষাগার;

(১৫) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(১৬) "ব্যক্তি" অর্থ যে কোনো ব্যক্তি এবং কোন প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারী কারবার, ফার্ম বা অন্য যে কোনো সংস্থাও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) "ব্রান্ড" অর্থ প্রচলিত রাসায়নিক বা সাধারণ নাম ব্যতীত সার চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শব্দ, ডিজাইন বা ট্রেড মার্ক;

(১৮) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১৯) "বিনির্দেশ বা Specification" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন জারীকৃত বিনির্দেশ;

(২০) "মিশ্রসার বা Mixed Fertilizer" অর্থ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সারের মিশ্রণ হইতে প্রস্তুতকৃত সার;

(২১) "যৌগিক সার বা Compound Fertilizer" অর্থ অন্যূন দুইটি আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান রহিয়াছে এইরূপ রাসায়নিক সার;

(২২) "রাসায়নিক সার বা Chemical Fertilizer" অর্থ অজৈব বা কৃত্রিম পদার্থ হইতে সংগৃহীত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত সার;

(২৩) "লেবেল" অর্থ সংশিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে সারের বস্তা বা আধার বা কন্টেইনারের উপর ধারা ১৩ এ বর্ণিত বিবরণ;

(২৪) "সার বা Fertilizer" অর্থ রাসায়নিক সার এবং জীবাণু সার এবং ইহা ছাড়াও সরলসার, মিশ্রসার, যৌগিকসার, অনুপুষ্টি সার এবং সারজাতীয় দ্রব্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৫) "সার জাতীয় দ্রব্য" অর্থ উদ্ভিদের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক বা উদ্দীপক জাতীয় দ্রব্য; এবং

(২৬) "সরলসার বা Straight Fertilizer" অর্থ উদ্ভিদের প্রধান তিনটি পুষ্টি উপাদান, যথাঃ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম এর কেবল যে কোনো একটি বিদ্যমান রহিয়াছে এইরূপ রাসায়নিক সার।

৩। **এই আইন অন্য আইনের অতিরিক্ত গণ্য**।—এই আইনের বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধানকে ক্ষুণ্ন করিবে না বরং উহার অতিরিক্ত হিসেবে কার্যকর হইবে।

৪। **জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি** (**National Fertilizer Standardization Committee**) ঃ—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সভাপতি করিয়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধিসহ সার বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনূর্ধ্ব ১৫ (পনের) জন সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি গঠন করিবে।

(২) কমিটি নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে, যথা ঃ—

(ক) সার সংগ্রহ, আমদানি , বিলিবন্টন, বিক্রয় ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(খ) মান নির্ধারণ করা হয় নাই এইরূপ নতুন সার, জীবাণু সার (Bio-fertilizer), মিশ্র সুষমসার, সয়েল অ্যামেন্ডমেন্ট এবং উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক বা উদ্দীপক (Plant Growth Regulator or Stimulator) এর গবেষণাগার ও মাঠ বা শস্য পর্যায়ে পরীক্ষা পরিচালনা এবং এই সকল পরীক্ষার ফলাফল বা পরিবেশের উপর উহার প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনাপূর্বক দেশে উক্ত সামগ্রির উৎপাদন, আমদানি, বিপণন ও ব্যবহার অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ;

(গ) বিভিন্ন সারের এবং সার উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের বিনির্দেশ নির্ধারণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঘ) বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলে (Agro-ecological) মৃত্তিকা ও ফসলের উপযোগী বিভিন্ন গ্রেডের মিশ্রণ এবং যৌগিক সারের বিনির্দেশ নির্ধারণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) সারের ভৌত বা দানাদার মিশ্রণ প্রস্তুত পদ্ধতির (Formulation) বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ;

(চ) সকল প্রকার সারের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগার স্থাপনের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ পেশকরণ;

(ছ) সারের নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি নির্ধারণ বা পরিমার্জন;

(জ) অনুমোদিত সারের তালিকা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে উক্ত তালিকায় সংযোজন বা বিয়োজনের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান ; এবং

(ঝ) সরকার কর্তৃক প্রেরিত সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোনো বিষয়ে সরকারের নিকট পরামর্শ বা সুপারিশ প্রদান।

৫। **কমিটির সভা**।—(১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে কমিটি উহার সভায় কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিটির সভা উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) কমিটির সভা উহার সভাপতি এবং তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোন সদস্য এবং উভয়ের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

৬। **উপ-কমিটি**।—কমিটি উহার সদস্য সমন্বয়ে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং উপ-কমিটিতে কমিটি বহির্ভূত কোন ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৭। **বিনির্দেশ (Specification) জারী।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, কমিটির পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সারের আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানসহ অন্যান্য উপাদানের মাত্রা এবং সারের ভৌত গুণাবলী ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের লক্ষ্যে বিনির্দেশ জারী করিবে।

৮। **নিবন্ধন।**—(১) নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে, নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন প্রকার সার উৎপাদন, আমদানী, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন এবং বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন সার নিবন্ধন করিবে না।

(৪) উৎপাদন ও আমদানীর জন্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রত্যেক প্রকার সারের পৃথক পৃথকভাবে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

৯। **পরিদর্শক।**—(১) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক বা একাধিক কর্মকর্তা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তাকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগকৃত পরিদর্শক যে কোনো সময় যে কোনো সার কারখানা এবং তৎসংলগ্ন স্থান, সারের গুদাম বা সার বা সারজাতীয় দ্রব্য রাখা হয় বা পরিবহন করা হয় এইরূপ যে কোনো স্থান, যানবাহন বা সার বিক্রয়, বিপণন, বা বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন ও উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুসারে পরিদর্শনকালে, পরিদর্শক[১]

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র এবং তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) সার সংরক্ষণ বা বিক্রয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ও তৎসংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে এবং কোন অনিয়ম বা ত্রুটি লক্ষ্য করিলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(গ) এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে এবং ক্ষেত্রমত, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উহার উৎপাদন, বিক্রয়, বিপণন বা বিতরণ বন্ধ রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন;

(ঘ) পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত যে কোনো অনিয়ম বা ত্রুটি সর্ম্পকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালকের অথবা, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত, কোন কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবেন; এবং

(ঙ) এই আইনের বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির যে কোনো বিধান লংঘনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১০। **সার উৎপাদন।**—(১) কোন ব্যক্তি বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন সার বা সারজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন বা উহার মিশ্রণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন না।

(২) উৎপাদিত সার বা সারজাতীয় গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক সার কারখানা কর্তৃপক্ষ উহার সার কারখানায় একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) বা (২) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১১। **সার আমদানি।**—(১) কোন ব্যক্তি বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল আমদানি করিতে পারিবেন নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এমন কোন সার , বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ সাপেক্ষে এবং সরকার নির্ধারিত শর্ত ও পদ্ধতিতে, নমুনা হিসাবে আমদানি করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) আমদানিকৃত সার ছাড়করণের সময় উহার উৎপাদনকারী কর্তৃক নিশ্চয়তা বিশ্লেষণ (Guaranteed Analysis) দাখিল করিতে হইবে।

(৪) সমুদ্র, স্থল বা বিমান বন্দরে আমদানিকৃত সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল ছাড়করণের সময় উহার নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ত্বরান্বিত এবং ত্রুটিমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বন্দরের জন্য একটি পরিদর্শন কমিটি থাকিবে।

(৫) পরিদর্শন কমিটির কার্যপরিধিসহ অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **বিনির্দেশ বহির্ভূত সার গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিক্রয়, বিপণন, পরিবহন ও বিতরণ ইত্যাদি।**—(১) কোন ব্যক্তি বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল গুদামজাত, বিক্রয়, বিপণন, পরিবহন বা বিতরণ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবেন না।

(২) কোন সার বস্তা, আধার বা কন্টেইনারে ভর্তি অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনভাবে গুদামজাত, সংরক্ষণ, বিক্রয়, বিপণন বা বিতরণ করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, খুচরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এই বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৩। **সারের বস্তা, আধার বা কন্টেইনার।**—(১) সারের বস্তা, আধার বা কন্টেইনারের গায়ে অথবা পৃথকভাবে একটি লেবেলে সংযুক্ত করিতে হইবে এবং উক্ত লেবেলে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি স্পষ্টাক্ষরে ও সহজে দৃশ্যমানভাবে বাংলা বা ইংরেজিতে লিখিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সারের নাম (ব্রান্ড নাম যদি থাকে উহার উল্লেখ করিতে হইবে);

(খ) সারে বিদ্যমান আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের নাম এবং উহার শতকরা হার;

(গ) সারের নীট ওজন;

(ঘ) প্রস্তুতকারকের নাম ও যে দেশে প্রস্তুত সেই দেশের নাম;

(ঙ) নিশ্চয়তা বিশ্লেষণ (Guaranteed Analysis);

(চ) আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা ও নিবন্ধন নম্বর।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৪। **বিনির্দেশ বহির্ভূত বা পরিবেশ দূষণকারী সার, ইত্যাদি ঃ—**(১) কোন ব্যক্তি বিনির্দেশ বহির্ভূত বা পরিবেশ দূষণকারী সার বা উহার কাঁচামাল উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিক্রয় বা বিতরণ করিলে বা দখলে রাখিলে, পরিদর্শকÍ

(ক) অন্যূন একজন স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে উক্ত সার বা উহার কাঁচামালের নমুনা সংগ্রহ করিয়া উহা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিবেন;

(খ) লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট লটের সার বা উহার কাঁচামালের উৎপাদন, বিক্রয়, বিতরণ বা ব্যবহার অনূর্ধ্ব দশ দিনের জন্য বন্ধ রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন; এবং

(গ) বিষয়টি সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের নিকট অবিলম্বে প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) (গ) অনুসারে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনীয় তদন্ত অনুড়ান□মে জেলার কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিনির্দেশ বহির্ভূত অথবা পরিবশে দূষণকারী সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিক্রয়, বিপণন বা বিতরণ করিতেছেন অথবা বিক্রয়, বিপণন বা বিতরণের উদ্দেশ্যে দখলে রাখিয়াছেন বা সারের কাঁচামাল সার প্রস্তুতে ব্যবহার করিতেছেন তাহা হইলে তিনিÍ

(ক) উপ-ধারা (১) অনুসারে সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) উপ-ধারা (১) এর দফা (খ)-তে উল্লিখিত আদেশের মেয়াদ, প্রয়োজনবোধে, পরীক্ষাগারের ফলাফল প্রাপ্তির অথবা দশ দিন পর্যন্ত যে সময়সীমা কম হইবে সেই সময়সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবেন;

(গ) দফা (খ) অনুসারে প্রদত্ত আদেশ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালককে উহার অনুলিপিসহ, যে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে বা দখলে উক্ত সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল রহিয়াছে সেই ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট উক্ত আদেশ প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে আপীল করিতে পারিবেন।

(৪) আপীল প্রাপ্তির অনধিক দশ দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে আপীল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) অনুসারে পরীক্ষায় যদি নমুনা সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল বিনির্দেশ বহির্ভূত অথবা পরিবেশ দূষণকারী বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে, আপীলের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর বা আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে, আপীল নিষ্পত্তির পর, সংশ্লিষ্ট লটের সমুদয় সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল সংশ্লিষ্ট সার উৎপাদনকারী, সংরক্ষণকারী, বিক্রেতা, বিপণনকারী বা বিতরণকারী বা যাহার দখলে থাকিবে সেই ব্যক্তিকে সরকার বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত পন্থায় নির্দেশিত সময়ের মধ্যে নিজ খরচে বিনষ্ট করিতে হইবে।

(৬) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৫) এর কোন নির্দেশ অমান্য করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৭) উপ-ধারা (৫) এ প্রদত্ত নির্দেশনামতে কোন ব্যক্তি সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল বিনষ্ট না করিলে সরকার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিনষ্ট করিবে এবং উক্ত বিনষ্টকরণে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে Public Demand Recovery Act, 1913 (Act III of 1913) এর অধীন আদায় করা যাইবে।

১৫। **আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উৎপাদনের ঘাটতি (Plant Nutrient Deficiency)**।—(১) যদি কোন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, কোন সারের নিশ্চয়তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে (Guaranteed Analysis) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ইনভেস্টিগেশন্যাল এ্যালাউন্স (Investigational Allowance) অনুযায়ী আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের মধ্যে এক বা একাধিক আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি রহিয়াছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সার যে ব্যক্তির নিকট হইতে বিক্রয়ের জন্য পাওয়া গিয়াছে উক্ত ঘাটতির জন্য সেই ব্যক্তি দায়ী হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ঘাটতির জন্য দায়ী ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৬। **ব্রান্ডের অপ-ব্যবহার (Misbranding)** ঃ—(১) কোন ব্যক্তি সারের নির্দিষ্ট সারের কোন ব্রান্ডের পরিবর্তন ঘটাইয়া (Misbranding Fertilizer) উহা সরবরাহ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(২) কোন সার নিম্নবর্ণিত কারণে ব্রান্ডের পরিবর্তন (Misbranding) হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যথা ঃÍ

(ক) যদি সারের বস্তা বা আধার বা কন্টেইনারের লেবেল মিথ্যা বা বানোয়াট হয় বা অন্য কোন উপায়ে ভুল ধারণার জন্ম দেয়;

(খ) যদি পূর্ব-অনুমোদিত অন্য কোন ব্রান্ডের নামে উহা বিপণন, সরবরাহ বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়; এবং

(গ) যদি ধারা ১৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে যথাযথভাবে লেবেলকৃত না হয়।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৭। **ভেজাল (Adulteration)**।—(১) কোন ব্যক্তি কোন ভেজাল সার উৎপাদন, আমদানী, গুদামজাত, সংরক্ষণ, বিক্রয়, বিপণন বা বিতরণ করিতে পারিবেন না।

(২) নিম্নবর্ণিত কারণে কোন সার ভেজাল বলিয়া গণ্য হইবে, যথা ঃ—

(ক) বিনির্দেশ বহির্ভূত কোন সার;

(খ) পরীক্ষাগার কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সার বিশ্লেষণ সার্টিফিকেট অনুযায়ী যদি সারে ক্ষতিকারক পদার্থের উপস্থিতি এই পরিমাণ থাকে যাহা লেবেলে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহার করা হইলে মাটি, উদ্ভিদ, প্রাণী ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হইবে;

(গ) যদি সারের ব্যবহার বিধিতে উক্ত সারের অপকারিতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক বিবরণ লেবেলে বর্ণিত না থাকে;

(ঘ) যদি লেবেলে বর্ণিত রাসায়নিক গঠন (Composition) অপেক্ষা নিম্নমানের উপাদানে অথবা অন্য কোন উপায়ে সার প্রস্তুত করা হয়; এবং

(ঙ) যদি সারে প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যতীত অনাবশ্যক বা পরিবেশ দূষণকারী বা ক্ষতিকর কোন পদার্থ থাকে।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৮। **ক্ষতিকর পদার্থের জন্য বিশেষ বিধান**।—(১) উদ্ভিদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য ক্ষতিকর উপাদানবিশিষ্ট কোন সার বিশেষ ধরনের শস্যে প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হইলে উক্ত সারের লেবেলে কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং কমিটি কোন সার ক্ষতিকর পদার্থের নিম্নরূপ সীমা নির্ধারণ করিবে, যথা ঃÍ

(ক) ইউরিয়া ফলিয়ার স্প্রে (Spray) হিসেবে অথবা লেবু জাতীয় শস্যে (Citrus) সার হিসেবে ব্যবহৃত হইলে বাই ইউরিট এর পরিমাণ অনধিক ১.৫%; এবং

(খ) তামাক জাতীয় ফসলে (যাহা অতিমাত্রায় ক্লোরাইড সংবেদনশীল) ব্যবহৃত সারে ক্লোরিন এর পরিমাণ অনধিক ২.৫%।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ক্ষতিকর উপাদান থাকিলে উক্ত সার ধারা ১৭ এর অধীন ভেজাল সার হিসাবে গণ্য হইবে।

১৯। **কম ওজন**।—(১) কোন নিবন্ধিত ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে লেবেলে উল্লিখিত ওজন অপেক্ষা ০.৫০% (শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য) ভাগের অতিরিক্ত কম ওজনসম্পন্ন সারের প্যাকেট, বস্তা, আধার বা মোড়ক পাওয়া গেলে, উক্ত নিবন্ধিত ব্যক্তি এই আইনের বিধান লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি একাধিকবার উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন সনদপত্র প্রাথমিকভাবে নব্বই দিনের জন্য স্থগিত রাখা যাইবে এবং উক্ত বিধান লংঘনের পুনরাবৃত্তি ঘটিলে তাহার নিবন্ধন স্থায়ীভাবে বাতিল করা হইবে।

২০। **সার বিক্রয় বন্ধ রাখার আদেশ**।—(১) এই আইনের কোন বিধান লংঘন করিয়া কোন সার বিপণন বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব অথবা প্রদর্শন করা হইলে সরকার উক্ত সারের মালিক বা দখলদারকে (Custodian) উহার বিপণন, বিক্রয়, ব্যবহার বা অপসারণ বন্ধ রাখার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর আদেশ লংঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য উক্ত ব্যক্তি ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ত্রিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২১। **বিচার** ঃ—(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ স্থানীয় অধিক্ষেত্রসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

(৩) Penal Code, 1860 (XLV of 1860) এর section 21 এ সংজ্ঞায়িত কোন Public Servant বা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক বা পরিদর্শক বা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অপরাধ বর্ণনাপূর্বক লিখিত আবেদন দাখিল না করিলে এই আইনের অধীনে দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ আদালত আমলে গ্রহণ করিবে না।

(৪) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ যুক্তভাবে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন বিচার্য অপরাধের বিচার এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কিংবা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং অন্য আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার এখতিয়ারসম্পন্ন অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে অনুষ্ঠিত হইবে।

২২। **বিচারকার্য সম্পাদনের স্থান।**—ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের বিচার সংশ্লিষ্ট আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।

২৩। **বিচার পদ্ধতি।**Íএই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির Chapter XXII-তে বর্ণিত পদ্ধতি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

২৪। **আপীল।**—এই আইনের অধীন কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রাজজ আদালতে (Sessions Judge Court) বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মেট্রোপলিটন দায়রাজজ আদালতে (Metropoliton Sessions Judge Court) আপীল দায়ের করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রায়ের জাবেদা নকল (certified copy) পাইতে যে সময় লাগিবে উহা উক্ত সময় হইতে বাদ যাইবে।

২৫। **আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার।**—যদি আদালতের এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যেÍ

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন; এবং

(খ) গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর সাত দিনের মধ্যে তাহার গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই তাহা হইলে আদালত জাতীয়ভাবে প্রকাশিত অন্ততঃ একটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা অন্যূন সাত দিনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির হইতে ব্যর্থ হইলে আদালত তাহার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে পারিবে।

২৬। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকিলে কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের বা প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ, তদন্ত, বিচার পূর্ববর্তী কার্যক্রম, বিচার ও আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (cognizable) হইবে।

২৭। **পরীক্ষাগার।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এক বা একাধিক পরীক্ষাগার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) ধারা ৯ এবং ১৪ অনুসারে কোন পরিদর্শক সার বা সারের কাঁচামাল বা অন্য কোন দ্রব্যের নমুনা কোন পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিলে উক্ত পরীক্ষাগার কর্তৃক নমুনা প্রাপ্তির পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করিয়া পরীক্ষার ফলাফলের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার উপ-পরিচালক এবং যে ব্যক্তির নিকট হইতে নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহার নিকট প্রেরণ করিবেন।

২৮। **সরল বিশ্বাসে কৃতকাজকর্ম রক্ষণ।**—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা আদেশের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরলবিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য উক্ত দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২৯। **কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**—এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনকারী ব্যক্তি যদি কোম্পানী হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্তরূপ অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায়Í

(ক) "কোম্পানী" বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, ফার্ম, সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে এবং দোকানও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে;

(গ) "মালিক" বলতে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত নয় এমন শেয়ারহোল্ডারগণ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

৩০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩১। **ম্যানুয়েল প্রণয়ন।**—সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সার পরিদর্শন ম্যানুয়েল এবং ম্যানুয়েল ফর ফার্টিলাইজার এনালাইসিস প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩২। **অব্যাহতি।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে, যে কোনো সার বা যে কোনো শ্রেণীর সারকে এই আইনের সকল বা যে কোনো বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তালুকদার

সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৭ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৩০ ফাল্গুন, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৩ মার্চ, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ০৭, ২০০৮

সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু, সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন**।—(১) এই অধ্যাদেশ সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৬নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন**।—সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৭) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

‘(৭ক) ‘‘জৈবসার বা Organic Fertilizer’’ অর্থ জৈব পদার্থ হইতে সংগৃহীত, প্রক্রিয়াজাত অথবা রূপান্তরিত সার;’’;

(খ) দফা (২০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

‘‘(২০) ‘‘মিশ্রসার বা Mixed Fertilizer’’ অর্থ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক অথবা জৈব সারের মিশ্রণ হইতে প্রস্তুতকৃত সার;’’;

(গ) দফা (২৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

‘‘(২৪) ‘‘সার বা Fertilizer’’ অর্থ রাসায়নিক সার, জৈব সার ও জীবাণু সার এবং ইহা ছাড়াও সরলসার, মিশ্রসার, যৌগিকসার, অনুপুষ্টি সার এবং সারজাতীয় দ্রব্যও হইার অন্তর্ভুক্ত হইবে;’’।

৩। **২০০৬ সনের ৬নং আইন এর ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপগুধারা (২) এর দফা (খ) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

''(খখ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত জৈব সারের বিনির্দেশ অনুমোদনের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ;''।

৪। **২০০৬ সনের ৬নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপগুধারা (১) এর দফা (চ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির '' । '' পরিবর্তে সেমিকোলন '';'' প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উহার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) ও (জ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

''(ছ) উৎপাদনের তারিখ; এবং

(জ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP)।''

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ৩০ ফাল্গুন ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
১৩ মার্চ ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

কাজী হাবিবুল আউয়াল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৯ই জুলাই, ২০০৯/২৫শে আষাঢ় ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৯ই জুলাই, ২০০৯ (২৫ শে আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃÍ

২০০৯ সনের ৩৮ নং আইন

সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই অধ্যাদেশ সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২ চৈত্র ১৪১৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৬ মার্চ, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৬নং আইন এর ধারা ২ এর সংশোধন।**—সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) উপণ্ডধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপণ্ডধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

''(৭ক) ''জৈব সার বা Organic Fertilizer'' অর্থ জৈব পদার্থ হইতে সংগৃহীত, প্রক্রিয়াজাত অথবা রূপান্তরিত সার;'';

(খ) উপণ্ডধারা (২০) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপণ্ডধারা (২০) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

''(২০) ''মিশ্র সার বা Mixed Fertilizer'' অর্থ—

(ক) কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সারের মিশ্রণ হইতে এবং

(খ) কেবলমাত্র বিভিন্ন ধরনের জৈব সারের মিশ্রণ হইতে প্রস্তুতকৃত সার;'';

(গ) উপণ্ডধারা (২৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপণ্ডধারা (২৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

''(২৪) ''সার বা Fertilizer'' অর্থ রাসায়নিক সার, জৈব সার ও জীবাণু সার এবং ইহা ছাড়াও সরলসার, মিশ্রসার, যৌগিক সার, অনুপুষ্টি সার এবং সারজাতীয় দ্রব্যও হইার অন্তর্ভুক্ত হইবে;''।

৩। **২০০৬ সনের ৬নং আইন এর ধারা ৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপণ্ডধারা (২) এর দফা (খ) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

''(খখ) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত ও বাজারজাতকৃত জৈব সারের বিনির্দেশ অনুমোদনের বিষয়ে সরকারের নিকট সুপারিশ পেশকরণ;''।

৪। **২০০৬ সনের ৬নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (১) এর দফা (চ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির '' । '' পরিবর্তে সেমিকোলন '';'' প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উহার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) ও (জ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

''(ছ) উৎপাদনের তারিখ; এবং

(জ) সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP)।''

৫। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।**—(১) সার (ব্যবস্থাপনা) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৭নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এর অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে উক্ত অধ্যাদেশের কার্যকরতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কাজকর্ম কৃত বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়াও গণ্য হইবে।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব
ও
সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪/২৮ মে ২০০৭

এস, আর, ও নং ৯২ -আইন/২০০৭।—সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন) এর ধারা ৩০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **বিধিমালার নাম।**—এই বিধিমালা সার (ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"আইন"** অর্থ সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৬নং আইন);

(খ) **"আপিল কর্তৃপক্ষ"** অর্থ সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়;

(গ) **"নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৩ এ বর্ণিত নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) **"তফসিল"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল; এবং

(ঙ) **"নির্ধারিত ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত ফরম।

৩। **নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ।**—আইনের ধারা ২(৯) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ হইবেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

৪। **নিবন্ধনের আবেদন ও নিবন্ধন ইস্যুকরণ।**—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন প্রকার সার উৎপাদন, আমদানী, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহণ বা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে উক্ত সার নিবন্ধনের জন্য নিম্নে উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	তফসিলের ফরম নং
১	সার উৎপাদনের জন্য নিবন্ধন সনদের আবেদন	ফরম -১
২	সার আমদানীর জন্য নিবন্ধন সনদের আবেদন	ফরম -২
৩	সার সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহণ এবং বিক্রয়ের জন্য নিবন্ধন সনদের আবেদন	ফরম -৩
৪	নিবন্ধন সনদ নবায়নের জন্য আবেদন	ফরম-৪

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নোক্ত কাগজপত্র ও তথ্যাদি দাখিল করিতে হইবে, যথাÍ

(ক) ৫ (পাঁচ) কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো;

(খ) নাগরিকত্ব সনদপত্র;

(গ) পাসপোর্টের ফটোকপি;

(ঘ) ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত কপি;

(ঙ) টি, আই, এন, সনদপত্র (Tax Identification Number (TIN) Certificate) এর সত্যায়িত কপি;

(চ) মূল্য সংযোজন কর রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি;

(ছ) আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণস্বরূপ ব্যাংকের সনদপত্র; এবং

(জ) সার ব্যবস্থাপনার স্থান, অফিস একোমোডেশন, ব্যবসায় কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে উহার বিবরণসহ বিনিয়োগ সংক্রান্ত সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং যোগাযোগের আধুনিক যন্ত্রপাতি, যথাঃ ফ্যাক্স, ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদির তালিকাসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থাকিবার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাজগপত্র।

(৩) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত আবেদনপত্রের সহিত সারের নমুনা সরবরাহ করিতে হইবে এবং আবেদনের সহিত সরবরাহকৃত সারের নমুনা আইনের ধারা ২৭ এর অধীন নির্ধারিত পরীক্ষাগার দ্বারা পরীক্ষা করাইতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদনপ্রাপ্ত হইবার পর নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাবলীর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য কোন পরিদর্শককে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন নির্দেশপ্রাপ্ত পরিদর্শক আবেদনে উল্লিখিত স্থান সরেজমিন পরিদর্শন করিবেন এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলী পরীক্ষা ও যাবতীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার পর তদ্‌বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন নির্দেশপ্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীনে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ অনূর্ধ্ব পনের দিনের মধ্যে আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

(৭) নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে নিবন্ধন সনদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সেইক্ষেত্রে তফসিলের ফরম-৫ এ বর্ণিত ফরম এ আবেদনকারীর অনুকূলে নিবন্ধন সনদ ইস্যু করিবেন।

(৮) নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কোন আবেদনকারীর আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সেইক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাত দিনের মধ্যে উহা পত্র দ্বারা আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৯) নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারী উপ-বিধি (৮) এর অধীন পত্রপ্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ বরাবরে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করিতে পারিবেন।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর অধীন আপিল আবেদনপ্রাপ্তির পর আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদনকারীকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া উহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই বিষয়ে আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **অযোগ্যতা**।—নিম্নবর্ণিত ত্রুটিজনিত কারণে নিবন্ধনের জন্য কোন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হইবে না, যথা ঃÍ

(ক) আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ হইলে বা ভুল তথ্য থাকিলে;

(খ) আবেদনকারীর নিবন্ধন পূর্বে স্থগিত বা বাতিল হইয়া থাকিলে; এবং

(গ) আবেদনের তারিখ হইতে পূর্ববর্তী ৩ বৎসরের মধ্যে সার (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ১৯৯৯ বা সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ অথবা এই বিধিমালার অধীন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকিলে।

৬। **নিবন্ধন ও নবায়ন ফি নির্ধারণ এবং জামানত।**—(১) বিধিমালার অধীন নিবন্ধন সনদের ফি হইবে টাকা ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার)।

(২) নিবন্ধন নবায়ন ফি হইবে টাকা ৫০০.০০ (পাঁচশত) এবং নিবন্ধন নবায়নে ইচ্ছুক প্রত্যেক নিবন্ধন গ্রহীতাকে "ফরম-৪" অনুসারে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৩) নিবন্ধন সনদপ্রাপ্তির জন্য টাকা ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) জামানত ফি হিসেবে প্রদান করিতে হইবে।

৭। **নিবন্ধনের মেয়াদ।**—বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৭) অনুসারে প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ৫ বৎসর মেয়াদের জন্য বলবৎ থাকিবে।

৮। **পরিদর্শক।**—আইনের ৯ (১) ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত উপজেলা কৃষি অফিসার, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার ও কৃষি সম্প্রসারণ অফিসারগণ সার পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। **মামলা দায়ের।**—সার সংক্রান্ত আইন লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ এর ধারা ৯ (২) অনুযায়ী পরিদর্শনকালে, পরিদর্শক আইনের ধারা ৯ (৩) (ঙ) মোতাবেক সরকারের পক্ষে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১০। **সার আমদানী পরিদর্শন কমিটি গঠন।**—আইনের ধারা ১১(৪) এর অধীনে সরকার সরকারি আদেশ দ্বারা সমুদ্র, স্থল বা বিমান বন্দরে আমদানীকৃত সার বা সার জাতীয় কাঁচামাল ছাড়করণের সময় উহার নমুনা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ত্বরান্বিত এবং ত্রুটিমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রত্যেকটি বন্দরের জন্য একটি করে 'পরিদর্শন কমিটি' গঠিত হইবে, যথা ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিনিধি	কমিটিতে নির্ধারিত পদ
(১)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সংশ্লিষ্ট জেলার)	আহ্বায়ক
(২)	বিসিআইসি'র ১জন রাসায়নিক পরীক্ষক	সদস্য
(৩)	সার পরিদর্শক/বিশেষজ্ঞ ১ জন	সদস্য
(৪)	শুল্ক কর্তৃপক্ষের ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(৫)	পরিবেশ অধিদপ্তরের ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	আমদানীকারকের ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(৭)	Pre-Shipment Inspection Agency'র ১জন প্রতিনিধি	সদস্য

১১। **নমুনা সার আমদানী।**—(১) আইনের ধারা ১১ (১) এর শর্তাংশের অধীনে নমুনা হিসাবে সর্বোচ্চ বিশ কেজি দানাদার/পাউডার এবং সর্বোচ্চ দশ লিটার তরল সার আমদানী করা যাইবে।

(২) সার আমদানীর ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয় নমুনা সার আমদানীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ শর্ত ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩) নমুনা সার আমদানীর ক্ষেত্রে উক্তরূপ সার অন্য দেশসমূহে ব্যবহারের প্রমাণপত্র এবং তা বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে উৎপাদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত সনদ দাখিল করিতে হইবে।

১২। **পরিদর্শন কমিটির কার্যপরিধি।**—আইনের ধারা ১১(৫) এর অধীন পরিদর্শন কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে, যথা ঃ—

(ক) আমদানীকৃত সার ও সার জাতীয় দ্রব্য বা কাঁচামাল বন্দরে পৌঁছিবার পর আমদানীকারক পরিদর্শন কমিটির নিকট রিপোর্ট করিলে উক্ত আমদানীকৃত সার বিধিসম্মতভাবে আমদানী করা হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;

(খ) আমদানীকৃত সার বা সারজাতীয় দ্রব্য বা কাঁচামাল সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কিনা তাহা নিশ্চিতকরণ;

(গ) আমদানীকৃত সারের Guaranteed Analysis ও ব্যাংক এলসি এর সত্যায়িত কপি প্রদান করা হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;

(ঘ) আমদানীকারক 'ডি এ ই' এর নিবন্ধনকৃত কিনা তাহা নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) আমদানীকৃত সার যদি সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হয় এবং আমদানীকারক 'ডিএই' কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হয় তাহা হইলে কমিটি বিধি মোতাবেক নমুনা সংগ্রহ করিয়া তাহা কমপক্ষে দুইটি সরকারি পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবে;

(চ) তিনটি পরীক্ষাগারের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে যদি দুইটি পরীক্ষার ফলাফল সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ফলাফলের অনুরূপ হয়, তাহা হইলে কমিটি সার ছাড়করণের আদেশ প্রদান করিবে;

(ছ) যদি নমুনা পরীক্ষার ফলাফল সরকার কর্তৃক নির্দেশিত ফলাফলের অনুরূপ না হয় তা হইলে কমিটি সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৪(৫) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে; এবং

(জ) যদি আমদানীকৃত সার বা সার জাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল আইন বা এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘনক্রমে আমদানী করা হইয়াছে বলিয়া এ কমিটি মনে করে, তাহা হইলে উক্ত সার বা সার জাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল জাহাজ বা ক্ষেত্রমত, অন্য কোন পরিযান হইতে খালাস বন্ধ রাখিতে হইবে এবং তৎক্ষণাৎ উহা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

১৩। **বিনির্দেশ বহির্ভূত বা পরিবেশ দূষণকারী সার, সার জাতীয় দ্রব্য বা কাঁচামাল বিনষ্টকরণ।**—(১) যদি নমুনা পরীক্ষায় সার বা সার জাতীয় দ্রব্য বা উহার কাঁচামাল বিনির্দেশ বহির্ভূত অথবা পরিবেশ দূষণকারী বলিয়া প্রমাণিত হয় তাহা হইলে, সংশ্লিষ্ট সার উৎপাদনকারী, সংরক্ষণকারী, বিপণনকারী বা বিতরণকারী বা যাহার দখলে থাকিবে তদ্‌কর্তৃক আইনের ১৪(৫) ধারা অনুযায়ী তাহাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ প্রদত্ত বিধান অকার্যকরতার ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১৪ (৭) এ নির্দেশিত পন্থায় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। **আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি (Essential Plant Nutrient Deficiency)** ।—(১) আইনের ধারা ১৫ (১) এ বর্ণিত কোন সারের নিশ্চয়তা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে (Guaranteed analysis) নির্ধারিত ইনভেস্টিগেশনাল এ্যালাউন্স (Investigational Allowance) দ্বারা উদ্ভিদের এক বা একাধিক আবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি নিরূপণ করা হইবে এবং একটি পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি মেটানোর জন্য বিকল্প হিসাবে অন্যকোন উপাদানের অধিক নিশ্চয়তা (Over Guarantee) গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত ঘাটতির জন্য দায়ী ব্যক্তি সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ এর ধারা ১৫ (২) মোতাবেক দণ্ডিত হইবেন।

১৫। **বিনির্দেশ (Specification)** জারী।—সার, সার জাতীয় দ্রব্য বা কাঁচামালে রাসায়নিক দূষণের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা **তফসিল-১ অংশ-ক** অনুযায়ী এবং আবশ্যকীয় উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি **তফসিল-১ এর অংশ-খ** অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

তফসিল-১

অংশ-ক

সার বা সার জাতীয় দ্রব্যে রাসায়নিক দূষকের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য (Allowable) মাত্রা ঃ

ক্রমিক নং	দূষণ উপাদানের (Element) নাম	সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য (Allowable) মাত্রা
(১)	আর্সেনিক (Arsenic)	৫০ পিপিএম (ppm)
(২)	ক্যাডমিয়াম (Cadmium)	১০ পিপিএম (ppm)
(৩)	লেড (Lead)	১০০ পিপিএম (ppm)
(৪)	মার্কারী (Mercury)	৫ পিপিএম (ppm)
(৫)	ক্রোমিয়াম (Chromium)	৫০০ পিপিএম (ppm)
(৬)	নিকেল (Nickel)	৫০ পিপিএম (ppm)

তফসিল-১

অংশ-খ

ইনভেস্টিগেশনাল এ্যালাউন্সেস (**Investigational Allowances**)

১। যদি সারের আবশ্যকীয় কোন উদ্ভিদ পুষ্টি উপাদানের (Plant nutrients) বিশ্লেষণ (Analysis) প্রত্যায়িত নিশ্চয়তা বিশ্লেষণ (Certified Guaranteed Analysis) এর অপেক্ষা কম হয় এং ঘাটতির পরিমাণ নিম্নের সিডিউলে প্রদর্শিত Investigational Allowances (IA) এর তুলনায় অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ সার আইনের ধারা ১৫(১) অনুসারে নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান ঘাটতিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ—

নিশ্চয়তা প্রদত্ত হার	নাইট্রোজেনের শতকার ঘাটতির হার (Nitrogen -N)	ফসফেটের শতকরা ঘাটতির হার (Phosphate-P2 05)	পটাশের শতকরা ঘাটতির হার (Potash-K20)
১-৪	০.৪৯	০.৬৭	০.৪১
৫	০.৫১	০.৬৭	০.৪১
৬	০.৫২	০.৬৭	০.৪৩
৭	০.৫৪	০.৬৮	০.৪৭
৮	০.৫৫	০.৬৮	০.৫৩
৯	০.৫৭	০.৬৮	০.৬০
১০	০.৫৮	০.৬৯	০.৬৫
১১-১২	০.৬১	০.৬৯	০.৭৯
১৩-১৪	০.৬৩	০.৭০	০.৮৭
১৫-১৬	০.৬৭	০.৭০	০.৯৪
১৭-১৮	০.৭০	০.৭১	১.০১
১৯-২০	০.৭০	০.৭২	১.০৮
২১-২২	০.৭৫	০.৭২	১.১৫
২৩-২৪	০.৭৮	০.৭৩	১.২১
২৫-২৬	০.৮১	০.৭৩	১.২৭
২৭-২৮	০.৮৩	০.৭৪	১.৩৩
২৯-৩০	০.৮৬	০.৭৫	১.৩৯
>৩১	০.৮৮	০.৭৬	১.৪৪

২। যদি একটি সারের মাধ্যমিক (Secondary) এবং মাইক্রো (Micro) নিউট্রিয়েন্টসমূহের বিশ্লেষণ (Analysis) প্রত্যায়িত নিশ্চয়তা বিশ্লেষণ (Certified Guaranteed Analysis) এর অপেক্ষা কম হয় এবং ঘাটতির পরিমাপ নিম্নের সিডিউলে প্রদর্শিত Investigational Allowances (IA) এর তুলনায় অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ সার নির্দিষ্ট পুষ্টি উপাদান ঘাটতিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ—

উপাদান (Element)	ইনভেস্টিগেশনাল এ্যালাউন্সেস (Investigational Allowances)
ক্যালসিয়াম (Calcium)	০.২+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ৫%
ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium)	০.২+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ৫%
সালফার (Sulphur)	০.২+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ৫%
জিঙ্ক (Zinc)	০.০০৫+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ১০%
বোরন (Boron)	০.০০৩+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ১৫%
মলিবডেনাম (Molybdenum)	০.০০০১+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ৩০%
ক্লোরিন (Chlorine)	০.০০৫+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ১০%
কপার (Copper)	০.০০৫+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ১০%
আয়রন (Iron)	০.০০৫+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ১০%
ম্যাঙ্গানিজ (Manganese)	০.০০৫+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ১০%
সোডিয়াম (Sodium)	০.০০৫+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ১০%
কোবাল্ট (Cobalt)	০.০০০১+প্রদত্ত নিশ্চয়তার হার এর ৩০%

প্রদত্ত সিডিউল অনুসারে যখন গণনা করা হইবে তখন সর্বাধিক প্রদেয় এ্যালাউন্স শতকরা ১ ভাগ হইবে।

তফসিল-২

"ফরম-১"

[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (২ কপি)

সার উৎপাদন নিবন্ধনের আবেদনপত্র

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ
	পিতার নাম	ঃ
	মাতার নাম	ঃ
	বিস্তারিত ঠিকানা	ঃ
২।	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ঃ
৩।	কারখানার নাম, অবস্থান ও ঠিকানা	ঃ
৪।	উৎপাদিত সারের বিনির্দেশ	ঃ
৫।	কারখানার কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীর নাম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা (প্রমাণপত্রসহ)	ঃ
৬।	উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ	ঃ
৭।	উৎপাদিত সারের গুনাগুণ পরীক্ষার জন্য কারখানার নিজস্ব পরীক্ষাগার সংক্রান্ত তথ্যাদি (সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক ডিএই কর্তৃক প্রত্যায়িত)	ঃ
৮।	আবেদনকৃত সারের সাম্প্রতিক (তিন মাসের মধ্যে) রাসায়নিক বিশ্লেষণ এর সত্যায়িত অনুলিপি (সরকার কর্তৃক বিনির্দিষ্ট পরীক্ষাগার থেকে প্রাপ্ত ফলাফল)	ঃ
৯।	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা/বিনিয়োগ বোর্ড এর নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি	ঃ
১০।	আবেদনকারীর টিআইএন নম্বর	ঃ
১১।	ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি	ঃ
১২।	বিএফএ এর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চলতি বৎসরের সদস্য সনদের সত্যায়িত অনুলিপি	ঃ
১৩।	আবেদনকারীর বিপণন কেন্দ্রসমূহের নাম ও ঠিকানা	ঃ
১৪।	নিবন্ধন ফি জমা প্রদানের ট্রেজারী চালান নম্বর ও তারিখ (মূল কপিসহ)	ঃ

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ
তারিখ ঃ

তফসিল-২

"ফরম-২"

[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

সার আমদানী নিবন্ধনের আবেদনপত্র

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ
	পিতার নাম	ঃ
	মাতার নাম	ঃ
	বিস্তারিত ঠিকানা	ঃ
২।	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ঃ
৩।	আমদানীকৃত সারের বিনির্দেশ	
৪।	ফ্রেইট/ফরওয়ার্ডিং কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা (প্রমাণপত্রসহ)	ঃ
৫।	উৎপাদনকারী দেশের নাম	ঃ
৬।	আমদানীকৃত সারের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য কারখানার নিজস্ব পরীক্ষাগার সংক্রান্ত তথ্যাদি (সংশ্লিষ্ট উপ-পরিচালক, ডিএই কর্তৃক প্রত্যায়িত)	ঃ
৭।	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা/বিনিয়োগ বোর্ড এর নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি	ঃ
৮।	আবেদনকারীর টিআইএন নম্বর	ঃ
৯।	ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি	ঃ
১০।	বিএফএ এর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চলতি বৎসরের সদস্য সনদের সত্যায়িত অনুলিপি	ঃ
১১।	আবেদনকারীর বিপণন কেন্দ্রসমূহের নাম ও ঠিকানা	ঃ
১২।	নিবন্ধন ফি জমা প্রদানের ট্রেজারী চালান নম্বর ও তারিখ (মূল কপিসহ)	ঃ

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ
তারিখ ঃ

তফসিল-২

"ফরম-৩"

[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

সার সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন এবং বিক্রয়ের জন্য আবেদনপত্র

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (৫ কপি)

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ
	পিতার নাম	ঃ
	মাতার নাম	ঃ
	বিস্তারিত ঠিকানা	ঃ
২।	সার সংরক্ষণ সুবিধার বিবরণ	ঃ
৩।	সার বিতরণ/বিপণন সুবিধার বিবরণ	ঃ
৪।	সার পরিবহন সুবিধার বিবরণ	ঃ
৫।	সার বিক্রয় পদ্ধতির বিবরণ	ঃ
৬।	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা/বিনিয়োগ বোর্ড এর নিবন্ধন সনদপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি	ঃ
৭।	আবেদনকারীর টিআইএন নম্বর	ঃ
৮।	ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত অনুলিপি	ঃ
৯।	বিএফএ এর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) চলতি বৎসরের সদস্য সনদের সত্যায়িত অনুলিপি	ঃ
১০।	আবেদনকারীর বিপণন কেন্দ্রসমূহের নাম ও ঠিকানা	ঃ
১১।	নিবন্ধন ফি জমা প্রদানের ট্রেজারী চালান নম্বর ও তারিখ (মূল কপিসহ)	ঃ

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত সমুদয় তথ্যাদি সঠিক।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ
তারিখ ঃ

তফসিল-২

"ফরম-৪"

[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]

নিবন্ধন নবায়নের জন্য আবেদনপত্র

আবেদনকারীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি (৫ কপি)

বরাবর

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ

.....

.....

মহোদয়,

সার (ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০০৭ এর আওতায়.....তারিখে সার উৎপাদন/সার আমদানী/সার সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন এবং বিক্রয়ের জন্য প্রাপ্ত নিবন্ধন নম্বর এর মেয়াদ আগামী ..... তারিখ উত্তীর্ণ হইবে বিধায় উহা নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি। বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১। প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

২। নবায়নতব্য নিবন্ধন নম্বর, নিবন্ধন প্রাপ্তির তারিখ ও নিবন্ধনের মেয়াদকাল (ফটোকপি সংযুক্ত) ঃ

৩। প্রতিষ্ঠানের ২ (দুই) বৎসরের কার্য সম্পাদন প্রতিবেদন (দুই প্রস্থ) ঃ

৪। নিবন্ধনের শর্তাবলী কখনো ভঙ্গ করা হইয়াছে কিনা? হইয়া থাকিলে উহার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

৫। নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ বরাবরে (অফেরৎযোগ্য) নবায়ন ফিস বাবদ .....টাকার ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার বা চালানপত্র ঃ

৬। নিবন্ধনকারীর (স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/পরিচালক) বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

৭। দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উহার বিস্তারিত বিবরণ ঃ

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে বর্ণিত যাবতীয় তথ্যাবলী সত্য। যদি কোন সময় উক্ত তথ্যাবলীর কোন একটি তথ্য মিথ্যা বা কাল্পনিক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন বাতিলসহ আমার বা আমাদের বিরুদ্ধে যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ঃ

তারিখ ঃ

"ফরম-৫"

[বিধি ৪(৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ

সার নিবন্ধন সনদ

রেজিস্ট্রেশন নং ঃ তারিখ ঃ

.....পিতা ঃ.....

ঠিকানা ঃ .....কে নিম্নোক্ত সার উৎপাদন/আমদানী/সংরক্ষণ, বিপণন, পরিবহন বিক্রয়ের জন্য .....তারিখ হইতে .....তারিখ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা হইল।

সারের বিবরণ ঃ

(ক) নাম ঃ .....

(খ) উপাদানসমূহ ঃ.....

নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এম আবদুল আজিজ এনডিসি
সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি অর্থনীতি গবেষণা (এইআর) অধিশাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ওয়েব সাইট ঃ www.moa.gov.bd

নং কৃষি/এইআর/৫৯৯/২০০৯/৬৮৮

তারিখ ঃ ০২ আগস্ট ২০০৯খ্রিঃ / ১৮ শ্রাবণ ১৪১৬ বাং

সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালাও২০০৯

১। সার ডিলার সংখ্যা ও এলাকা

১.১ ইউনিয়নভিত্তিক সার ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে বিতরণ ব্যবস্থা কৃষকবান্ধব করাই এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য। ইউনিয়নই হবে সার বিতরণের কেন্দ্র বিন্দু। প্রতিটি ইউনিয়নে ১ জন করে ডিলার নিয়োগ করা হবে।

১.২ তবে, পুরাতন ডিলার সমন্বয়ের প্রয়োজনে বা সরকার প্রয়োজন মনে করলে চাহিদার ভিত্তিতে ইউনিয়নের অংশ বিশেষের জন্যও ডিলার নিয়োগ করতে পারবে। তাছাড়া যেসব পৌরসভায় যথেষ্ট পরিমাণ কৃষি জমি রয়েছে ঐ সব পৌরসভার প্রতিটির জন্য ১জন করে ডিলার নিয়োগ করা যাবে। ।

১.৩ ইউনিয়ন/পৌরসভার নতুন ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগের সহজতর সুবিধাজনক পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের বাসিন্দা দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলার বাসিন্দা পরবর্তী অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবেন। জেলার বাসিন্দা সর্বশেষ অগ্রাধিকার পাবেন তবে জেলার বাইরের কোন বাসিন্দাকে ডিলার হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

১.৪ সাধারণভাবে ইউনিয়ন/পৌরসভা ব্যতীত পুলিশ/মেট্রোপলিটন থানায় কোন ডিলার নিয়োগ দেয়া যাবে না। পুলিশ/মেট্রোপলিটন থানায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসলী জমি থাকলে এবং একান্তই ডিলার নিয়োগ যৌক্তিকভাবে প্রয়োজন হলে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে ডিলার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

২। ডিলার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

২.১ নতুন ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি স্থানীয়/জেলাস্থ/জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২.২ এছাড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণওএর কার্যালয়, উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার অফিস, সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অফিস, উপজেলা বিআরডিবি অফিস, উপজেলা সমবায় অফিস, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিস এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডেও বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৩ আবেদন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সম্পর্কিত ব্যয় নির্বাহ করা যাবে।

৩। **ডিলারশীপের জন্য আবেদনকারীর যোগ্যতা**

৩.১ তাঁকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের/উপজেলার/জেলার বাসিন্দা হতে হবে ও এর প্রমাণ হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ইউনিয়ন/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে।

৩.২ নিজ মালিকানায় অথবা ভাড়ায় ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় বিক্রয়কেন্দ্রসহ কমপক্ষে ৫০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন গুদাম থাকতে হবে ।

৩.৩ বস্তাবন্দি সার যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য গুদামটির ভিটি উঁচু ও পাকা থাকতে হবে ।

৩.৪ আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ হিসাবে তাঁর কমপক্ষে ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকার ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ থাকতে হবে ।

৩.৫ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে ।

৩.৬ আবেদনকারীর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে ।

৩.৭ ইতোপূর্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কারও সার ডিলারশীপ বাতিল হয়ে থাকলে তিনি আবেদনের অযোগ্য হবেন।

৪। **আবেদনপত্র জমাদানের শর্ত**

৪.১ আবেদনকারীকে নিজস্ব প্যাডে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে ।

৪.২ আবেদনপত্রের সংগে জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এস এস সি/সমমানের পরীক্ষার সনদ, সাম্প্রতিককালে তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি (৪ কপি), ট্রেড-লাইসেন্সের কপি, দোকান/গুদামের মালিকানার দলিলাদি অথবা ভাড়া চুক্তিনামার কপি এবং ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদের কপি সংশ্লিষ্ট উপজেলার প্রথম শ্রেণীর একজন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়ন করে দাখিল করতে হবে।

৪.৩ ডিলারশীপের জন্য আবেদনকারীর ব্যবসার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ও তার বিবরণ (প্রমাণাদিসহ) দাখিল করতে হবে।

৪.৪ আবেদনপত্রের সংগে আবেদন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকার পোস্টাল অর্ডার/পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবর জমা দিতে হবে।

৪.৫ একই সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (সভাপতি জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি) বরাবরে আর্নেস্টমানি বাবদ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট (ফেরতযোগ্য) সংযোজন করতে হবে। আবেদনপত্র যাচাইকালে কোনরূপ তথ্যগত বা দলিলিক অসত্যতা অথবা সংযোজিত কাগজপত্র ভুয়া বা জাল বলে প্রমাণিত হলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে। ফলাফল প্রকাশের পর জেলা প্রশাসক অসফল আবেদনকারীদের আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত ৫,০০০/- টাকা ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সফল আবেদনকারীর আর্নেস্টমানি বিসিআইসি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফেরত প্রদান করা হবে।

৫। **আবেদনপত্র বাছাই ও ডিলার নিয়োগ প্রক্রিয়া**

৫.১ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার জন্য নতুন করে সার ডিলার নিয়োগের জন্য প্রাপ্ত দরখাস্ত/আবেদনপত্রগুলো যাচাই-বাছাই করে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

৫.২ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বাছাইকৃত আবেদনপত্র একাধিক হলে নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উপজেলাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার জন্য ১ জন করে সার ডিলার নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ/প্রস্তাব বিসিআইসির নিকট প্রেরণ করবে।

অগ্রাধিকারক্রম

৫.২.১ যদি ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা আবেদন করেন ও অন্যান্য যোগ্যতা পূরণে সফল হন তবে তিনি নির্বাচিত হবেন;

৫.২.২ যদি ইউনিয়নের একাধিক বাসিন্দা আবেদন করেন, তবে যার নিজস্ব গুদাম আছে তিনি নির্বাচিত হবেন। যদি একাধিক আবেদনকারীর নিজস্ব গুদাম থাকে তবে যার গুদামের আয়তন বেশী তিনি নির্বাচিত হবেন। যদি আবেদনকারী সকলেরই ভাড়া করা গুদাম থাকে অথবা নিজস্ব গুদামের আয়তন একই হয় তবে যার ব্যবসার অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান ব্যবসার পরিধি বেশী তিনি নির্বাচিত হবেন;

৫.২.৩ ইউনিয়নের বাইরের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন থেকে নিকটতম স্থানের বাসিন্দা অগ্রাধিকার পাবেন। তাঁরাও নিজস্ব গুদাম, নিজস্ব গুদামের আয়তন, ব্যবসার অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান ব্যবসার পরিধি ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার পাবেন;

৫.২.৪ উপরোক্ত ধাপসমূহ অতিক্রম করেও যদি সমযোগ্যতা সম্পন্ন একাধিক আবেদনকারী থাকে তবে লটারীর মাধ্যমে কমিটি ১ জনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবে।

৫.৩ বিসিআইসি জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৪ উত্তরাধিকার সূত্র ব্যতীত অন্য কোন কারণে ডিলারশীপ হস্তান্তর যোগ্য হবে না।

৬। জামানত ও চুক্তি সম্পাদন

৬.১ প্রত্যেক সফল আবেদনকারী স্থায়ী জামানত জমা প্রদানের বিষয় অবহিত হওয়ার পর ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে তফসিলী ব্যাংক হতে ক্রয়কৃত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে বিসিআইসি'র অনুকূলে ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকা জমা দিবেন। জামানত প্রাপ্তির পর ডিলারশীপ চুক্তি সম্পাদন করা হবে। তবে নির্দিষ্ট ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে জামানত বাবদ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ প্রদত্ত ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬.২ সারের ডিলার হিসাবে মনোনয়নপ্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ডিলার বিসিআইসি কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অংগীকারনামা প্রদান করবেন।

৬.৩ ডিলারশীপ প্রদানের পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক পেশকৃত কাগজপত্রে কোন প্রকার অসত্যতা প্রমাণিত হলে ডিলারশীপ বাতিল হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। তদুপরি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে পারবে।

৭। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি

প্রতিটি জেলায় ইউরিয়া সারসহ অন্যান্য সারের সরবরাহ, উত্তোলন/গুদামজাতকরণ, বিক্রয়, মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, সার ডিলার বাছাই, ডিলারদের কার্যকলাপ মূল্যায়ন অর্থাৎ সার্বিক সার পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠিত হবে :

- **জেলার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ উপদেষ্টা**

১.	জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২.	পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৩.	জেলাধীন সকল উপজেলা চেয়ারম্যান	-	সদস্য
৪.	জেলাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সদস্য
৫.	জেলা পশুসম্পদ অফিসার	-	সদস্য
৬.	জেলা মৎস্য অফিসার	-	সদস্য
৭.	যুগ্ম-পরিচালক (সার) বিএডিসি	-	সদস্য
৮.	উপ-পরিচালক (বীজ) বিএডিসি	-	সদস্য
৯.	জেলা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১.	উপ-পরিচালক, বিআরডিবি		সদস্য
১২.	জেলা সমবায় অফিসার		সদস্য
১৩.	সভাপতি, জেলা প্রেসক্লাব	ও	সদস্য
১৪.	জেলা চেম্বার অব কমার্স বা ট্রেড অর্গানাইজেশনের প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৫.	বিডিআর প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী জেলার জন্য)	-	সদস্য
১৬.	বিএফএ-এর প্রতিনিধিও২(দুই) জন	-	সদস্য
১৭.	কমিটি মনোনীত দুইজন কৃষক প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৮.	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ	-	সদস্য-সচিব
[১]১৯.	জেলাধীন সকল উপজেলা কৃষি অফিসার	-	সদস্য

জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১। ডিলার নিয়োগ, গুটি ইউরিয়া, মিশ্র (এনপিকেএস) ও মন্ত্রণালয় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বরাদ্দকৃত সারসহ জেলার সার্বিক সার পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়াদি অর্থাৎ সরবরাহ, উত্তোলন ও আগমনী নিশ্চিতকরণ, প্রত্যয়নপত্র প্রদান, ইউনিয়ন/পৌরসভার সংশ্লিষ্ট গুদামে গুদামজাতকরণ পর্যবেক্ষণ, বিক্রয় ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং ডিলারশীপ কার্যক্রম মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ করা। তদুপরি সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি এবং বিএডিসি'র নিকট প্রেরণ করা।

২। প্রতিটি উপজেলার জন্য সারের সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা।

৩। উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য নিযুক্ত সার ডিলারদের পারফরমেন্স পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে **(পরিশিষ্ট-ক)** মাসিক একীভূত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং বিসিআইসির নিকট প্রেরণ করা।

৪। উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম হতে উত্তোলনের পর সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক সম্পূর্ণ সার বা তার অংশবিশেষ নিজস্ব ইউনিয়ন/পৌরসভার নিজ মালিকানা/ভাড়ায় নির্ধারিত গুদামে না নিয়ে মিল গেটে/বাফার গুদামের বাইরে বা পথিমধ্যে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখাসহ ডিলার চুক্তিনামার শর্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ প্রস্তাব বিসিআইসির নিকট প্রেরণ করা।

[১] কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং কৃষি/এইআর:৫৯৯/০৯/১৬৩, তারিখ : ১৫/০২/২০১০খ্রিঃ দ্বারা সন্নিবেশিত।

৫। জেলার মোট সার প্রাপ্তি, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন (সময়সহ) প্রতি সপ্তাহান্তে কৃষি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

৬। সার সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রাপ্ত চালান এবং বিতরণ কার্যক্রমেরভিত্তিতে জেলা মনিটরিং কমিটি সুষ্ঠু বিতরণের কার্যক্রম মনিটরিং করা।

৭। সার সরবরাহ ও মজুদে কোন উপজেলায় ঘাটতির কোন সম্ভাবনা দেখা দিলে আন্তঃউপজেলায় স্থানান্তরের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা ও চাহিদা মোতাবেক পুনঃবরাদ্দ করা ।

৮। কৃষকদের নাগালের মধ্যে সার রাখার নিমিত্ত বা সার বিতরণ সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৯। কোন ডিলারের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য বা অভিযোগ পাওয়া গেলে তার ডিলারশীপ নবায়ন না করার জন্য বিসিআইসিওকে অবহিত করা।

১০। ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে বিসিআইসি থেকে এবং নন-ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা না হলে উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান করা। তবে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কোন অবস্থাতেই জেলার কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোন ইউরিয়া বা নন-ইউরিয়া সার বরাদ্দ/উপ-বরাদ্দ করতে পারবে না।

১১। কমিটির বীজ মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যপরিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জারী করবেন।

৮। **উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি**

উপজেলাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সার ও বীজ পরিস্থিতি মনিটরিং করার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি পুনর্গঠিত হবে ঃ

- **সংশ্লিষ্ট উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য** — উপদেষ্টা
- **উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়** — উপদেষ্টা

১.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
২.	উপজেলা পশুসম্পদ অফিসার	-	সদস্য
৩.	উপজেলা মৎস্য অফিসার	-	সদস্য
৪.	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫.	উপজেলা সমবায় অফিসার	-	সদস্য
৬.	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	-	সদস্য
৭.	উপজেলাধীন সকল ইউপি চেয়ারম্যান	-	সদস্য
৮.	বিএডিসি'র উপজেলাস্থ বীজ/সার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯.	বিএফএ-এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	বিডিআর প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী উপজেলার জন্য)	-	সদস্য
১১.	উপজেলা পরিষদ মনোনীত একজন কৃষক প্রতিনিধি	-	সদস্য
১২.	সভাপতি, উপজেলা প্রেস ক্লাব	-	সদস্য
১৩.	উপজেলা কৃষি অফিসার	-	সদস্য-সচিব

উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি

১। ডিলার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করা।

২। ইউনিয়ন/পৌরসভার জন্য ডিলার নিয়োগের প্রস্তাব তৈরী করা।

৩। ইউনিয়ন/পৌরসভার আবাদযোগ্য ফসলভিত্তিক জমিরভিত্তিতে প্রণীত সারের চাহিদা যাচাই করা।

৪। ডিলার কর্তৃক উত্তোলিত সার ইউনিয়ন/পৌরসভার পর্যায়ে পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

৫। জেলা মনিটরিং কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে চাষী/কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৬। খুচরা সার বিক্রেতা বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত আবেদনকারীদের অনুকূলে আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা (আইডি কার্ডের নমুনা পরিশিষ্ট-খ)।

৭। খুচরা সার বিক্রেতা বাছাই কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা নিস্পত্তি করা। এ ক্ষেত্রে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৮। খুচরা বিক্রেতা কোন ডিলারের নিকট থেকে, কি পরিমাণ সার, কবে, ক্রয় করেছে তা ডিলার কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা মনিটরিং করা (রেজিস্টারের নমুনা ছক পরিশিষ্ট-গ)।

৯। সারের অপপ্রয়োগ/অপব্যবহার রোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সার বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা।

১১। উপজেলাধীন গুটি ইউরিয়া প্রস্তুতকারীদের কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়ন করা এবং ডিলারদের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত গুটি ইউরিয়া সার কৃষকদের মাঝে বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

১২। ডিলারদের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করা এবং ডিলারদের কার্যক্রমে কোন ব্যর্থতা/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে ডিলারশীপ চুক্তির শর্তের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করা।

১৩। উপজেলার মোট সার প্রাপ্তি, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন (সময়সহ) প্রতি সপ্তাহান্তে ইউনিয়নসমূহ হতে প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা।

১৪। সার সরবরাহ ও মজুদে কোন ইউনিয়নে ঘাটতির কোন সম্ভাবনা দেখা দিলে আন্তঃইউনিয়ন স্থানান্তরের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা।

১৫। উপজেলাস্থ ইউনিয়নসমূহের সারের চাহিদার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য থাকলে বছরের শুরুতেই মাসভিত্তিক (১২ মাসের) ইউনিয়নসমূহের সারের চাহিদা বা চাহিদার অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়া।

১৬। কৃষকদের নাগালের মধ্যে সার রাখার জন্য স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

১৭। কমিটির বীজ মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যপরিধি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জারী করবেন।

৯। সার উত্তোলনের পদ্ধতি

৯.১ উপজেলায় নিয়োজিত সকল ডিলারকে সমানুপাতিক সার বরাদ্দ প্রদান করা হবে। ইউনিয়নসমূহের সারের চাহিদার পারস্পরিক উল্লেখযোগ্য ব্যবধান থাকলে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সমগ্র বছরের মাসভিত্তিক বরাদ্দের অনুপাত নির্ধারণ করে দিতে পারবে। সাধারণভাবে সে অনুযায়ী উপজেলা কৃষি অফিস বরাদ্দপত্র জারী করবে।

৯.২ সার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/বেসরকারি আমদানিকারক সার সরবরাহের চালানের একটি অনুলিপি তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি/সদস্য-সচিবের নিকট প্রেরণ করবে।

৯.৩ যে কোন জেলায় সার পরিবহনের সুবিধার্থে নিকটতম কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম থেকে সার সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯.৪ যে সমস্ত জেলায় বাফার গুদাম নেই, সেখানে সংশ্লিষ্ট বৃহত্তর জেলায় একটি করে নতুন বাফার গুদাম জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিসিআইসি বাফার গুদাম স্থাপন করবে। এ বাফার গুদাম থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে সার সরবরাহ করা হবে। কারখানায় উৎপাদিত ও আমদানিকৃত সার সরাসরি বাফার গুদামে গুদামজাত করতে হবে। তবে, বাফার গুদাম না হওয়া পর্যন্ত (নির্মাণ বা ভাড়ায়) ৯.৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯.৫ ইউনিয়ন/পৌরসভার চাহিদা অনুসারে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং ডিলার ব্যতীত উত্তোলিত সার অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার বিষয়টি কঠোরভাবে রোধ করার জন্য ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সার ডিলার নিজেই উত্তোলন করবেন অথবা তার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে একজনকে উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন; সেক্ষেত্রে ডিলার উক্ত মনোনীত প্রতিনিধির ছবি প্রত্যয়নপূর্বক লিখিতভাবে এই উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন।

৯.৬ প্রত্যেক ডিলার তার অনুকূলে মাসিক বরাদ্দকৃত সার নির্ধারিত মূল্য জমা প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম হতে যথাসময়ে উত্তোলন করে স্ব স্ব ইউনিয়ন/পৌরসভায় পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন।

৯.৭ সার স্ব স্ব এলাকায় পৌঁছানোর পরই ডিলারগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসে বা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মনোনীত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিকট সারের আগমনী বার্তা (Arrival Report) প্রদান করবেন এবং এর একটি অনুলিপি ইউনিয়ন ট্যাগ অফিসার বরাবরে প্রেরণ করবেন। উপজেলা কৃষি অফিসার/অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার গুদাম পরিদর্শনপূর্বক ডিলার রেজিস্টারে স্বাক্ষরসহ বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করবেন। ট্যাগ অফিসার সার বিতরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

৯.৮ ডিলারগণ পরবর্তী মাসের সার উত্তোলনের পূর্বেই পূর্ববর্তী মাসের উত্তোলনকৃত সার এলাকায় পৌঁছানো ও বিতরণ সংক্রান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট কারখানা/বাফার গুদাম কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। প্রত্যয়নপত্র জমা প্রদান করা না হলে পরবর্তী মাসের সার সরবরাহ বন্ধ থাকবে এবং এর জন্য এলাকায় সারের কোন সংকট সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট ডিলারগণ দায়ী থাকবেন। বিসিআইসি/কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সারের মূল্য কারখানা/বাফার গোডাউনে জমা দিতে হবে।

৯.৯ প্রাপ্যতা থাকা সাপেক্ষে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক কোটার ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি ইত্যাদি সার বিসিআইসি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করবে।

৯.১০ ইউনিয়ন/পৌরসভার ডিলারশিপের মালিকের মৃত্যুজনিত অথবা অন্য কোন কারণে ডিলারশীপ শূন্য হলে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশেরভিত্তিতে সাময়িকভাবে একই উপজেলাধীন পার্শ্ববর্তী ইউনিয়ন/পৌরসভার ডিলারকে ঐ ইউনিয়ন/পৌরসভার বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন ও বিতরণের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

৯.১১ খুচরা বিক্রেতা সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের জন্য নির্ধারিত ডিলারের কাছ থেকে সার ক্রয় করবেন। তবে ঐ ডিলারের কাছে পর্যাপ্ত সার মজুদ না থাকলে তাঁর অনুকূলে ইস্যুকৃত আইডি কার্ডের মাধ্যমে উপজেলার অন্য যে কোন ডিলারের কাছ থেকে সার ক্রয় করতে পারবেন।

১০। খুচরা বিক্রেতা নির্বাচন প্রক্রিয়া ঃ

১০.১ খুচরা সার বিক্রয়ের জন্য উপজেলা কৃষি অফিস থেকে একটি আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে হবে ।

১০.২ আইডি কার্ড সংগ্রহের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক এবং দুই কপি স্ট্যাম্প আকৃতির ছবিসহ "সভাপতি, উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি" বরাবর আবেদনপত্র উপজেলা কৃষি অফিসে জমা প্রদান করতে হবে।

১০.৩ আইডি কার্ডের জন্য নির্ধারিত ফি ২০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে। উক্ত ফি'র অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হবে।

১০.৪ উপজেলা কৃষি অফিস খুচরা সার বিক্রেতা হতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি যাচাই-বাছায়ের জন্য এ সংক্রান্ত কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবে।

১০.৫ খুচরা বিক্রেতা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি **"খুচরা সার বিক্রেতা বাছাই কমিটি"** গঠিত হবে ঃ

১. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান		সভাপতি
২. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যগণ		সদস্য
৩. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি	উপজেলার মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
৪. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ১ জন ইমাম		সদস্য
৫. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে অবস্থিত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১ জন প্রধান শিক্ষক (যদি মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকে সেক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)		সদস্য
৬. সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ১ জন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক মনোনীত)		সদস্য

- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১। উপজেলা কৃষি অফিস থেকে প্রাপ্ত খুচরা সার বিক্রেতা হতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গের আবেদন যাচাই-বাছাই করা।

২। প্রয়োজনীয় সংখ্যক খুচরা সার বিক্রেতা নির্বাচন এবং তাদের অনুকূলে খুচরা সার বিক্রয়ের আইডি কার্ড ইস্যুর জন্য উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট সুপারিশ পেশ করা।

১০.৬ চূড়ান্তভাবে খুচরা বিক্রেতা নির্বাচনের ঘোষণা প্রদানের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে উপজেলা কৃষি অফিস অকৃতকার্য আবেদনকারীদের আবেদন ফি বাবদ জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করবে।

১১। কৃষক পর্যায়ে সার বিতরণ প্রক্রিয়া

১১.১ ডিলারদের নিকট হতে সার সংগ্রহ করে খুচরা বিক্রেতা কৃষকের নিকট সার বিক্রয় করবেন।

১১.২ খুচরা বিক্রেতা, কোন ডিলারের নিকট থেকে, কি পরিমাণ সার, কবে, ক্রয় করেছেন তা ডিলার কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা থাকবে। খুচরা বিক্রেতা হিসেবে আইডি কার্ড গ্রহণ ছাড়া কেহ খুচরা সার বিক্রয় করতে পারবেন না। একজন খুচরা বিক্রেতা একটি মাত্র আইডি কার্ডের অধিকারী হতে পারবেন।

১১.৩ কৃষক ডিলার বা খুচরা বিক্রেতার নিকট থেকে সরাসরি যে কোন পরিমাণ সার ক্রয় করতে পারবে।

১১.৪ ডিলারও কৃষকের নিকট খুচরা সার বিক্রয়ে বাধ্য থাকবে।

১১.৫ ডিলার বা খুচরা বিক্রেতা কেহই অনুমোদিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস থেকে সার সংগ্রহ করতে বা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না।

১১.৬ এক উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য উপজেলায় স্থানান্তরযোগ্য নয়। তবে জরুরী প্রয়োজনে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে অন্য উপজেলায় সার স্থানান্তর করা যাবে।

১২। অভিযোগ বা চুক্তিভঙ্গের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

১২.১ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট হতে ডিলারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ অথবা চুক্তিভঙ্গের কারণে ডিলারশীপ বাতিলের বা কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ পাওয়া গেলে বিসিআইসি জেলা কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারী করবে। তবে জেলা কমিটি এ ধরণের কোন সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে অভিযোগ সর্ম্পকে নিশ্চিত হওয়া ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত ডিলারকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করবে এবং প্রয়োজনে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২.২ বিসিআইসির নিকট ডিলারশীপ বাতিলের সুপারিশ করার পূর্বে তা ডিলারকে অবহিত করা হবে এবং ডিলার আপিল করতে ইচ্ছুক হলে তা ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপিল করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১২.৩ একই অর্থবছরে পরপর দুইবার অথবা সমগ্র অর্থবছরে সর্বমোট তিনবার মাসিক বরাদ্দকৃত ইউরিয়া বা নন-ইউরিয়া সার উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে জেলা সার ও বীজ মনিটিরিং কমিটির সুপারিশক্রমে বিসিআইসি কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ডিলারের জামানত বাজেয়াপ্তসহ ডিলারশীপ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন। এ ক্ষেত্রে **১২.১** বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না।

১২.৪ তদারকী কর্তৃপক্ষ ডিলার কর্তৃক সংঘঠিত কোন অনিয়ম সরাসরি প্রত্যক্ষ করলে বা ডিলার, কর্তৃপক্ষের কোন গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে বা ডিলারের বিরুদ্ধে কোন বস্তুনিষ্ঠ অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং তা কর্তৃপক্ষ আমলে নিলে ডিলারের ডিলারশীপ ও বরাদ্দ স্থগিত করা, বিক্রয় বন্ধ রাখা, সর্তক করে দেয়াসহ তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক গ্রহণ করতে পারবে। তবে পরবর্তীতে এ ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ডিলারশিপ স্থগিতের ক্ষেত্রে ১ (এক) মাসের মধ্যে তা নিস্পত্তি বা অনুচ্ছেদ ১২.১ ও ১২.২ অনুসরণে ডিলারশীপ বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে অন্যথায় স্থগিতাদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৩। নীতিমালার পরিধি

বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত ও আমদানীকৃত ইউরিয়া, ডিএপি, টিএসপি, এসএসপি এবং বিএডিসি ও বেসরকারি আমদানিকারক কর্তৃক আমদানীকৃত নন-ইউরিয়া সার এই নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৪। ডিলারশীপ প্রত্যাহার/বাতিল

১৪.১ বাৎসরিক চুক্তি সমাপ্তিতে পারফর্মেন্স বিবেচনায় পুনঃনবায়ন না হলে ডিলারশীপের অবসান ঘটবে। কর্তৃপক্ষ বা ডিলার, যে কোন পক্ষ ৩ (তিন) মাসের আগাম নোটিশের মাধ্যমে ডিলারশীপ অবসান করতে পারবেন। এছাড়া সার বিতরণ ও ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজনে যে কোন সংখ্যক বা সকল ডিলারের ডিলারশীপ বাতিলের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করেন।

১৪.২ কোন ব্যক্তি একটির বেশী ডিলারশীপের জন্য যোগ্য হবেন না। ডিলারশীপ অনুমোদনের পর এ ধরণের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাঁর সকল ডিলারশীপ বাতিল হবে।

১৫। বিদ্যমান বিক্রয় প্রতিনিধি ও ডিলারের অবস্থান

১৫.১ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯ কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সকল বিক্রয় প্রতিনিধির নিয়োগ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিক্রয় প্রতিনিধি এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার পূর্ব দিনের সারের মজুদ ডিলারের নিকট হস্তান্তর করবে। এক্ষেত্রে যাতে কোন সমস্যার সৃষ্টি না হয় সে জন্য ডিলার পূর্ব থেকে বিক্রয় প্রতিনিধির সরবরাহ সীমিত করবে যাতে নীতিমালা কার্যকর হওয়ার মূহুর্তে প্রতিনিধির নিকট উল্লেখযোগ্য কোন মজুদ না থাকে।

১৫.২ পূর্বের নিয়োগকৃত সার ডিলারগণের যাদের এ নীতিমালার আলোকে ডিলার নিয়োগের সকল যোগ্যতা (অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত) বিদ্যমান, নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক তাদের ডিলারশীপ নবায়ন ও সমন্বয় করা হবেঃ

১৫.২.১ উপজেলায় নিয়োজিত সকল ডিলারকে যথাসম্ভব উপজেলাধীন ইউনিয়নসমূহে সমন্বয় করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রতি ইউনিয়নে একজন করে ডিলার সমন্বয়ের পর ডিলার সংখ্যা বেশী হলে ইউনিয়নের অংশ বিশেষের জন্য ডিলার সমন্বয় করা যাবে;

১৫.২.২ সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নে নিয়োজিত একজন ডিলার যদি ঐ ইউনিয়নের বাসিন্দা হন এবং সেখানে তাঁর গুদাম থাকে তবে তিনি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবেন;

১৫.২.৩ যদি কোন ডিলার বর্তমান কোন ইউনিয়নের দায়িত্বে থাকেন কিন্তু তিনি ঐ ইউনিয়নের বাসিন্দা নন তবে সেখানে তাঁর গুদাম আছে সেক্ষেত্রে তিনি দ্বিতীয় অগ্রাধিকার পাবেন;

১৫.২.৪ কোন ইউনিয়নে নিয়োজিত একজন ডিলার যদি ঐ ইউনিয়নের বাসিন্দা হন এবং সেখানে তাঁর কোন গুদাম না থাকে তবে তিনি তৃতীয় অগ্রাধিকার পাবেন; তবে তাঁকে যথাসত্বর গুদামের ব্যবস্থা করতে হবে;

১৫.২.৫ যে সকল ক্ষেত্রে বর্তমান দায়িত্বে থাকা কোন ডিলার সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বাসিন্দা নন এবং তাঁর কোন গুদামও নেই সেক্ষেত্রে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ইউনিয়ন ও ইউনিয়নের অংশ বিশেষের জন্য ডিলার সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;

১৫.২.৬ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ডিলার সমন্বয় সম্পর্কিত কোন সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হলে তা জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করবে এবং এ ক্ষেত্রে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

১৫.২.৭ উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণপূর্বক ডিলারদের একজন করে ইউনিয়নভিত্তিক সমন্বয়ের পরও জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে কোন ডিলার উদ্বৃত্ত থাকলে ইউনিয়নে একাধিক ডিলার নিয়োজিত করে তাদেরকে ইউনিয়নের অংশবিশেষের জন্য দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপজেলা কমিটি উদ্বৃত্ত ডিলারদের জেলাস্থ অন্য উপজেলার ইউনিয়নে সমন্বয়ের জন্য জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারবে;

১৫.২.৮ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি জেলার সকল উপজেলায় ডিলার নিয়োগ ও সমন্বয়ের বিষয়টি তদারকি করবে, কোন উপজেলার উদ্বৃত্ত ডিলারদের অন্য উপজেলায় সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জেলার বাসিন্দা যারা অন্য জেলায় ডিলার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের নিজ জেলা/উপজেলায় সমন্বয়ের আবেদন (অনুঃ ১৫.৩ অনুসারে) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ করবে;

১৫.২.৯ জেলার সকল উপজেলা এবং উপজেলার সকল ইউনিয়নে ডিলার সমন্বয়ের পরও যদি কোন ইউনিয়ন শূন্য থাকে তবে সেক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২,৪ ও ৫ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নতুন ডিলার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৫.৩ জেলার বাসিন্দা না হওয়ার কারণে সে সকল ডিলার তার দায়িত্বরত জেলায় ডিলারশীপ নবায়নের অযোগ্য হবেন তারা যে জেলার বাসিন্দা সে জেলায় একটি মাত্র উপজেলার বিপরীতে সমন্বয়ের আবেদন করতে পারবেন। তাঁকে আবশ্যিকভাবে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। জেলা প্রশাসক প্রাপ্ত আবেদনটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করবেন। তবে, তাঁর আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট জেলার সংশ্লিষ্ট উপজেলার ডিলার সমন্বয় কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পৌঁছাতে হবে।

১৬। নীতিমালার কার্যকারীতা

১৬.১ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯, ১ অক্টোবর, ২০০৯ তারিখ থেকে কার্যকর হবে। জারীর তারিখ থেকে এ নীতিমালায় উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৬.২ ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি ও সার বিতরণ সম্পর্কিত পূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ইতোপূর্বে জারীকৃত পদ্ধতি/নীতিমালার আওতায় সম্পাদিত কাজ যথানিয়মে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

১৭। ব্যাখ্যার এখতিয়ার

এই নীতিমালার বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদান, সংশোধন বা পরিমার্জন করার ক্ষমতা কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন উপ-সচিব
উপ-প্রধান।

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি অর্থনীতি গবেষণা (এইআর) অধিশাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং কৃষি/এইআরঃ ৫৯৯/২০০৯/১০২ তারিখ ঃ ৩১ জানুয়ারি ২০১০

বিষয় ঃ **সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯ এর সংযোজনী প্রসঙ্গে।**

সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯ বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে সংশ্লিষ্টরা বিভিন্ন রকম পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদান করেন। এ আলোকে নীতিমালায় নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহ আদিষ্ট হয়ে সংযোজন করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নং	বর্তমান ভাষ্য	সংশোধিত ভাষ্য
১	নীতিমালার ৭নং অনুচ্ছেদের 'জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি'র ২নং ক্রমিকে	''প্রতিটি উপজেলার জন্য সারের সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা।''	প্রতিটি উপজেলার জন্য সারের সর্বোচ্চ খুচরা বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা। এছাড়াও ডিলারের নিকট থেকে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা।
২	নীতিমালার ৮নং অনুচ্ছেদের 'উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি'র ৬নং ক্রমিকে	''খুচরা সার বিক্রেতা বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত আবেদনকারীদের অনুকুলে আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা (আইডি কার্ডের নমুনা পরিশিষ্ট-খ)''	খুচরা সার বিক্রেতা বাছাই কমিটির সুপারিশকৃত আবেদনকারীদের অনুকুলে আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা (আইডি কার্ডের নমুনা পরিশিষ্ট-খ)। খুচরা বিক্রেতার নিকট হতে জামানত হিসেবে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি গ্রহণ করবে এবং একটি চুক্তি সম্পাদন করবে।
৩	১০.৮নং অনুচ্ছেদ	নতুন সংযোজন	জামানত হিসেবে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) গ্রহণ ও চুক্তি সম্পাদন কার্যকর করার জন্য উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি তফসিলী ব্যাংকে 'উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি জামানত তহবিল' শীর্ষক একটি হিসাব খুলতে হবে। উক্ত হিসাবটি কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। জামানতের টাকা পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট এর মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।
৪	১১.৭	নতুন সংযোজন	কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে ডিলারদের পাশাপাশি খুচরা সার বিক্রেতা পর পর দুইবার বা বছরে তিনবার ডিলারের নিকট থেকে সার ক্রয়ে বিরত থাকলে তাঁর কার্ড বাতিল করা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নং	বর্তমান ভাষ্য	সংশোধিত ভাষ্য
৫	১১.৮	নতুন সংযোজন	প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দ/উপ-বরাদ্দের সাধারণভাবে ৫০% সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয়ের জন্য বাধ্য থাকবেন। তবে, উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের আবাদি জমির পরিমাণ, চাহিদা ইত্যাদি বিবেচনায় বাস্তবতার নিরিখে ডিলার কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার নিকট সার বিক্রয়ের হার/পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করে দিতে পারবে।
৬	১১.৯	নতুন সংযোজন	খুচরা বিক্রেতা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বাহিরে সার বিক্রয় করতে পারবে না।

২। এছাড়াও বর্ণিত ১নং ক্রমিকে নতুন সংযোজিত অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ''জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে একই বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করবে। সেক্ষেত্রে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি খুচরা বিক্রেতার পরিবহণ ও আনুসাঙ্গিক খরচ এবং মুনাফা বিবেচনা করে ডিলারের নিকট থেকে খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য নির্ধারণ করবে এবং নির্ধারিত এ ক্রয় মূল্য ডিলার কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে বিক্রয় মূল্যের চেয়ে কিছুটা কম হবে।''

৩। বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপ-সচিব
উপ-প্রধান।

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি অর্থনীতি গবেষণা (এইআর) অধিশাখা

নং ১২.০৩২.০৪০.০৭.০০.০১১.২০১১/৩৪ তারিখ ঃ ০২ মে, ২০১১ খ্রিঃ

বিষয় **''সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯'' এর ৫.৪ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন প্রসঙ্গে।**

''সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটি'র ১৭তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সার ডিলারশীপ মালিকানা হস্তান্তর বিষয়ে ''সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯'' এর ৫.৪ নং অনুচ্ছেদ আদিষ্ট হয়ে নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা হলো ঃ

অনুচ্ছেদ নং ৫.৪ ডিলারশীপ হস্তান্তর প্রক্রিয়া ঃ

নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ডিলারশীপ হস্তান্তরের আবেদন বিবেচনা করা যাবে ঃ

৫.৪.১ ডিলারের মৃত্যুজনিত কারণে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত ওয়ারিশ সনদের ভিত্তিতে ডিলারের একজন বৈধ ওয়ারিশের নামে ডিলারশীপ হস্তান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে, একাধিক বৈধ ওয়ারিশ থাকলে অন্যান্য ওয়ারিশগণের না দাবী/অনাপত্তি পত্র দাখিল করতে হবে;

৫.৪.২ মৃত্যু ব্যতীত ডিলার গুরুতর অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম বা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লেও ডিলারশীপ হস্তান্তরের আবেদন বিবেচনা করা যাবে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্তাবলী পূরণ ও কাগজপত্র দাখিল করতে হবে ঃ

(ক) এ ধরণের হস্তান্তর কেবলমাত্র ডিলারের পরিবারের সদস্যদের (স্বামী বা স্ত্রী/প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ে) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামী/স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে;

(খ) গুরুতর অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম/চলৎশক্তিহীন হওয়ার স্বপক্ষে জেলার সিভিল সার্জন বা মেডিক্যাল বোর্ডের মূল সনদ সংযুক্ত থাকতে হবে;

(গ) ডিলারশীপ হস্তান্তরের জন্য মনোনীত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ছায়ালিপি দাখিল করতে হবে;

(ঘ) ডিলার গুরুতর অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম/চলৎশক্তিহীন হলে তাঁর মনোনীত ব্যক্তির নামে ডিলারশীপ হস্তান্তরের আবেদনের সাথে ডিলারের সাথে সম্পর্কের (স্বামী বা স্ত্রী, ছেলে বা মেয়ে) স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এসএসসি সমমানের পরীক্ষার সনদের সত্যায়িত ছায়ালিপি দাখিল করতে হবে। ডিলারের স্বামী বা স্ত্রী ও একাধিক সন্তান থাকলে পরিবারের একজনের নামে ডিলারশীপ হস্তান্তরের আবেদনের সাথে স্বামী/স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তানের অনাপত্তি এফিডেভিড মূলে দাখিল করতে হবে;

(ঙ) মনোনীত ব্যক্তির নিকট ডিলারশীপ হস্তান্তর করা হলে সাধারণভাবে তা অপরিবর্তনীয় হবে;

(চ) ডিলারশীপ হস্তান্তর প্রস্তাব অনুমোদিত হলে মূল ডিলার কর্তৃক জমাকৃত জামানতের অর্থ বহাল থাকবে তবে নতুন ব্যক্তির সাথে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

(ছ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশেরভিত্তিতে বিসিআইসি ডিলারশীপ হস্তান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন করবে।

বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হলো।

স্বাক্ষরিত/-

(শাহনাজ আক্তার)
গবেষণা অফিসার।

কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি অর্থনীতি গবেষণা অধিশাখা

নং ১২.০৩১.০৪০.০২.২১.২৭৬(১).২০০৬-৮৭২ তারিখ ঃ ০৮/১১/২০১০খ্রিঃ

বিষয় ঃ **নন-ইউরিয়া (টিএসপি,ডিএপি এমওপি) এবং অন্যান্য সারে ভর্তুকি প্রদানের পদ্ধতি**

উপর্যুক্ত বিষয়ে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, চলতি ২০১০-২০১১ অর্থ বছর থেকে নন-ইউরিয়া (টিএসপি, এমওপি (পটাশ), ডিএপি এবং অন্যান্য সারে ভর্তুকি প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হবে ঃ

১. বিএডিসি কর্তৃক আমদানীকৃত, বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) ঢাকা কর্তৃক নিবন্ধিত প্রকৃত আমদানিকারকদের মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে আমদানীকৃত নন-ইউরিয়া সার আমদানির ক্ষেত্রে ভর্তুকি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২. যে সকল নন-ইউরিয়া সার ভর্তুকির আওতাভুক্ত হবে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) টিএসপি;

(খ) এমওপি (পটাশ);

(গ) ডিএপি; এবং

(ঘ) অনুমোদিত বিনির্দেশ অনুযায়ী আমদানীকৃত ও সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের জন্য গৃহিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অন্য কোন নন ইউরিয়া সার।

৩. (ক) বাৎসরিক চাহিদার নিরিখে এবং সরকার অনুমোদিত সংগ্রহ পরিকল্পনার (Procurment Plan) এর আওতায় কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত রেখে বেসরকারি আমদানীকারকগণ নির্ধারিত পরিমাণ নন-ইউরিয়া সার আমদানীর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(খ) বিএডিসি সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্ধারিত পরিমাণ নন-ইউরিয়া সার আমদানি করবে

(গ) বিসিআইসি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ নন-ইউরিয়া সার উৎপাদন করবে

৪. কৃষক/ব্যবহারকারী পর্যায়ে নন-ইউরিয়া সারের সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য ও ডিলারের ক্রয়মূল্য সময়ে সময়ে সরকার নির্ধারণ করবে।

৫. বিএডিসি ও বেসরকারি আমদানীকারকদের ক্ষেত্রে প্রকৃত আমদানী এবং বিসিআইসি প্রকৃত উৎপাদিত সারের পরিমাণের উপর ভর্তুকি প্রাপ্য হবে।

৬. (ক) বিএডিসি ও বেসরকারি পর্যায়ে আমদানিকৃত সারের ক্ষেত্রে স্থানীয় খরচসহ নির্ধারিত আমদানী মূল্য ও সরকার কর্তৃক নিরূপিত ডিলারের ক্রয়মূল্যের পার্থক্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ভর্তুকি হিসাবে প্রাপ্য হবে।

(ক) বিসিআইসি'র উৎপাদিত টিএসপি ও ডিএপি সারের ক্ষেত্রে বিসিআইসি এক্স-ফ্যাক্টরী মূল্য নিরূপণ করবে এবং সরকার কর্তৃক নিরূপিত ডিলারের ক্রয়মূল্য বাদে মোট উৎপাদন খরচের অবশিষ্ট টাকা বিসিআইসি ভর্তুকি হিসাবে প্রাপ্য হবে।

৭. সরকার অনুমোদিত সংগ্রহ পরিকল্পনার (Procurment Plan) আওতায় আমদানীকৃত সমপরিমাণ নন-ইউরিয়া সার ভর্তুকির আওতাভুক্ত হবে। অতিরিক্ত সার আমদানী করা হলে তা' ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের জন্য সরকার বাধ্য থাকবে না

৮. 'কান্ট্রি অব অরিজিন' বা সার উৎপাদনকারী দেশের অবস্থানের কারণে সারের এফওবি মূল্য ও ফ্রেইট এর ভিন্নতা/তারতম্য পরিলক্ষিত হয় বিধায় ভর্তুকি প্রদানের পূর্বে সংগত কারণে এ সবের ভিত্তিতে সারের সিএন্ডএফ/সিএফআর মূল্য নিরূপণ/নির্ধারণ করা হবে।

৯. সম্ভাব্য ওভার ইনভয়েসিং রোধকল্পে প্রত্যেক সারের উপর প্রদেয় ভর্তুকির পরিমাণ, প্রকার ও উৎস ভেদে নিদির্ষ্টকরণ করতে হবে। আমদানি মূল্য যাই হোক না কেন বিশ্ব বাজারে (কান্ট্রি অব অরিজিন এর ভিত্তিতে) সারের মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে এবং সার সংক্রান্ত FMB/FERTECON বুলেটিন পর্যালোচনাক্রমে ও বিএডিসি'র ক্রয়মূল্য ও ক্রয়ের সময়কালের (একই উৎস হতে সংগ্রহ করা হলে) সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভর্তুকির আওতায় অন্তর্ভুক্ত সারের আমদানি মূল্য নির্ধারিত হবে।

১০. আমদানিকৃত নন-ইউরিয়া সারের এফওবি/সিএফআর মূল্য অবশ্যই FMB/FERTECON বুলেটিন-এ প্রদর্শিত দেশভিত্তিক দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ওভার ইনভয়েসিং এর প্রবণতা রোধকল্পে আমদানিকৃত সারের মূল্য যাচাইয়ের সুবিধার্থে FMB/FERTECON এ প্রদর্শিত দেশভিত্তিক দরের সামঞ্জস্যতা পরীক্ষান্তে (আমদানিকৃত সারের সাথে অনুমোদিত স্থানীয় খরচ যোগ করে) সঠিক প্রমাণিত হলে তা' ভর্তুকি কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবে। অন্যথায় আমদানীকৃত সার ভর্তুকি কর্মসূচীর আওতাভুক্ত হতে পারবে না।

১১. টিএসপি সার ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে তিউনিশিয়া, মরক্কো, জর্ডান ও চায়না হতে আমদানিকৃত টিএসপি সার অগ্রাধিকারভিত্তিতে ভর্তুকির আওতাভুক্ত হবে। তবে সরকারি চাহিদা/প্রয়োজনে এ অগ্রাধিকারক্রমের বিষয়টি পরিবর্তন করা যাবে। এমওপি এবং ডিএপি সার ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের জন্য বন্দরে জাহাজ আগমনের সময়কালের সাহায্য নেয়া হবে।

১২. সারের মান নিশ্চিতকরণকল্পে প্রত্যেক কনসাইনমেন্টের নমুনা সরকার বিনির্দেশিত ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করতে হবে। বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত সার দেশে পৌছার পর পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কমিটি (Post Landing Inspection Committee) আমদানি দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত আমদানিকৃত সারের পরিমাণ, উৎস, মূল্য ও সারের গুণগতমানসহ অন্যান্য তথ্য যাচাই-বাছাইপূর্বক একটি প্রত্যয়নপত্রসহ দ্রুত কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করবে। প্রত্যয়ন পত্রের একটি কপি সংশ্লিষ্ট আমদানীকারককেও প্রদান করা হবে।

১৩. কোন বেসরকারি আমদানীকারক যে কোন প্রকার নন-ইউরিয়া সার আমদানীর জন্য কোন এল/সি স্থাপন করলে এলসির কপিসহ তাৎক্ষণিকভাবে তা কৃষি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন। এল/সি স্থাপন সম্পর্কিত তথ্য এবং পরবর্তীতে আমদানিকৃত সারের জাহাজ বন্দরে পৌছার সময়কালের ভিত্তিতে সংগ্রহ পরিকল্পনায় (Procurment Plan) নির্ধারিত পরিমাণ সার ভর্তুকির আওতাভুক্ত করা হবে। আমদানীকৃত সার যে মোকামে সংরক্ষণ করা হবে সেই জেলার জেলা প্রশাসক ও সভাপতি জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে অবহিত করতে হবে। এল/সি স্থাপন সম্পর্কিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে অবহিত না করে পরবর্তীতে আগমনী বার্তা দাখিল করা হলে উক্ত সার ভর্তুকির আওতাভুক্তকরণের জন্য সরকার বাধ্য থাকবে না।

১৪. পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কমিটি'র নিকট থেকে প্রাপ্ত কাগজপত্র ও আমদানীকারক কর্তৃক দাখিলকৃত আগমনী বার্তা কৃষি মন্ত্রণালয়ে গঠিত মূল্য নির্ধারণ ও তদারকি কমিটি'র সভায় উপস্থাপন করা হবে। মূল্য নির্ধারণ ও তদারকি কমিটি আমদানিকারক পর্যায়ে টনপ্রতি মোট আমদানি মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে

উৎস ভেদে এলসি মূল্যের (এফওবি/সিএন্ডএফ) সাথে উক্ত কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থানীয় খরচের আইটেমসমূহ যোগ করে আমদানিমূল্য নিরূপণ করা হবে। বেসরকারি পর্যায়ে আমদানিকৃত সারের ক্ষেত্রে মোট বিনিয়োগের উপর ৩% মুনাফা যোগকরতঃ প্রত্যেক কনসাইনমেন্টের টনপ্রতি মোট আমদানি মূল্য নিরূপণ করবে। এ বিষয়ে উল্লেখ্য যে, বেসরকারিভাবে আমদানিকৃত নন-ইউরিয়া সারের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ ও তদারকি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের ব্যাংকসুদ ও গুদামভাড়ার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। বিএডিসি কর্তৃক আমদানিকৃত সারের ক্ষেত্রে প্রকৃত আমদানি মূল্যের সাথে অনুমোদিত স্থানীয় খরচ যুক্ত করে মোট আমদানী মূল্য নির্ধারণ করা হবে। মূল্য নির্ধারণ ও তদারকি কমিটি বিএডিসি ও বেসরকারিখাতে আমদানীকৃত সারের আমদানী মূল্যের সাথে টনপ্রতি ভর্তুকির পরিমাণও নির্ধারণ করবে।

১৫. পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কমিটি'র (Post Landing Inspection Committee) প্রত্যয়নপত্রসহ সংশ্লিষ্ট আমদানীকারক কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের ভিত্তিতে এবং আমদানী সংক্রান্ত দলিলাদি ও বিল প্রি-অডিট সাপেক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতি অর্থ বছরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ভর্তুকির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা নিবে। আমদানিকারকগণ তাদের দাখিলকৃত বিলের সঙ্গে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-ক) একশত পঞ্চাশ টাকার স্ট্যাম্প-এ একটি মুচলেকা/ঘোষণাপত্র প্রদান করবেন।

১৬. প্রতিটি জেলার অনুমোদিত চাহিদার ভিত্তিতে বিএডিসি ও বেসরকারি আমদানিকারকগণ কর্তৃক আমদানীকৃত এবং বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত সারের মজুদ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয় বরাদ্দ পত্র জারী করবে। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত সার জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদনক্রমে বা কমিটিকে অবহিত রেখে কমিটির সদস্য-সচিব জেলার ডিলারদের মধ্যে উপ বরাদ্দ প্রদান করবেন। বিএডিসি ও বেসরকারি আমদানিকারকগণ কর্তৃক আমদানীকৃত এবং বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত সার বিসিআইসি নিয়োজিত সার ডিলারদের মধ্যে উপ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। তবে বিএডিসি'র বীজ ডিলারগণের মধ্যে যাহারা সার ডিলার হিসাবে বিএডিসিতে নিবন্ধিত তাদের অনুকূলে কেবলমাত্র বিএডিসি কর্তৃক আমদানীকৃত টিএসপি ও এমওপি সার বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। উপ-পরিচালক বরাদ্দকৃত সার ডিলারদের মাধ্যমে উত্তোলন ও কৃষকদের নিকট বিতরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

১৭. বেসরকারি আমদানিকারকগণ যথাক্রমে জুলাই-আগস্ট; মার্চ-এপ্রিল; ও মে-জুন মাসে একবার করে এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসের জন্য প্রতিমাসে একবার করে পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-খ) জেলায় সরবরাহকৃত সার সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবে। একইভাবে উপ-পরিচালক-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরও উল্লিখিত সময়ানুযায়ী নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-গ) ডিলার কর্তৃক দাখিলকৃত আগমনীবার্তার ভিত্তিতে জেলায় উত্তোলিত সার সম্পর্কিত তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

১৮. কোন বেসরকারি আমদানীকারক সার সরবরাহে ব্যর্থ হলে বা ডিলার আমদানীকারকের নিকট থেকে সার সরবরাহ না পেলে কৃষি মন্ত্রণালয় বিএডিসি'র আমদানী অথবা বিসিআইসি কর্তৃক উৎপাদিত সারের মজুদ থেকে বরাদ্দ প্রদান করবে। যুক্তি সংগত কারণ ব্যতীত, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি বা অধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সার মজুদ থাকা সত্ত্বেও কোন আমদানিকারক ডিলারদেরকে সার সরবরাহ না করলে উক্ত আমদানিকারককে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯. কোন আমদানীকারক জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি'র অনুমোদিত বরাদ্দপ্রাপ্ত সার ডিলার ব্যতীত অন্য কোন অননুমোদিত সার ব্যবসায়ী বা খুচরা বিক্রেতার নিকট সার বিক্রি করতে পারবেন না। এ ধরণের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আমদানীকারকের নিবন্ধন ও খুচরা বিক্রেতার আই ডি কার্ড বাতিল করা যাবে। একই সাথে অননুমোদিত সার ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সার (ব্যবস্থাপনা) আইন ২০০৬ বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন আইনের আওতায় ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাবে।

২০. জেলার প্রতিটি ডিলার যে কোন উৎস থেকে সংগৃহিত সার উপজেলায় পৌঁছার সাথে সাথেই উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বা সদস্য-সচিবের নিকট আগমনী বার্তা (arrival report) দাখিল করবেন। আগমনী বার্তা পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা তাঁর নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কেউ সরেজমিন পরিদর্শনের পর বিক্রয় অনুমতি প্রদান করবেন।

২১. সরকার নির্ধারিত ডিলারের ক্রয়মূল্যের সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয় (পরিবহন, হ্যান্ডলিং ইত্যাদি) ও মুনাফা ধরে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কৃষক পর্যায়ে স্থানীয় বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করবে, তবে তা' কোনভাবেই সরকার নির্ধারিত কৃষক পর্যায়ে সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্যের বেশী হবে না।

২২. জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সরকার নির্ধারিত কৃষক/ব্যবহারকারী পর্যায়ে সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যে অথবা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্যে কৃষকদের/ব্যবহারকারীদের নিকট সার বিক্রয় নিশ্চিত করবে। কোন আমদানিকারক বা ডিলার যদি সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশী দামে সার ক্রয়-বিক্রয় করে এবং তা প্রমাণিত হয় তবে তার নিবন্ধন/রেজিস্ট্রেশন বাতিলসহ তাকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৩. জেলায় বরাদ্দের অতিরিক্ত সার যাতে সংশ্লিষ্ট ডিলারগণ উত্তোলন না করে সে বিষয়ে বিএফএ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২৪. কোন আমদানিকারকের বর্তমান মজুদ ও গুদামজাত সারের ব্যাপারে কোন মামলা থাকলে তা' ভর্তুকি/সহায়তার আওতাভুক্ত হবে না। যদি কোন আমদানিকারক এ সংক্রান্ত তথ্য গোপন করে ভর্তুকি/সহায়তার সুবিধা নিয়েছেন বলে পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় তাহলে ভর্তুকির টাকা ফেরৎ এবং নিবন্ধন বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৫. ভর্তুকির সুবিধা যাতে কৃষক/ব্যবহারকারী পেতে পারেন তা নিশ্চিতকরণে বিএডিসি, ও বেসরকারি খাতে আমদানিকৃত/বিসিআইসি উৎপাদিত টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সার ডিলারদের মাধ্যমে বিতরণ, সরবরাহ মূল্য পরিস্থিতিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে। এর জন্য বর্তমান মনিটরিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করাসহ এর কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

২৬. বিএডিসি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সাথে সমন্বয় রক্ষা করে সার ডিলার ও বিএডিসির সার ডিলার হিসেবে নিবন্ধিত বীজ ডিলারদের মাধ্যমে ভর্তুকির সার বিক্রয়ের বিষয়টি মনিটরিং করবে।

২৭. আমদানিকারক পর্যায়ে মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এবং প্রয়োজনে সারের মজুদ যাচাই/সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য মজুদ পরিদর্শন উপ-কমিটি কাজ করবে।

২৮. এ পদ্ধতির যে কোন অনুচ্ছেদের ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৯. সার বিষয়ক জাতীয় সমন্বয় ও পরামর্শক কমিটির আহবায়কের অনুমোদনক্রমে যে কোন সময়ে এ পদ্ধতি পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা যাবে।

পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণে ভর্তুকি কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন উপ-সচিব
উপ-প্রধান।

বিতরণ (কার্যার্থে) ঃ

১। চেয়ারম্যান, বিএডিসি, কৃষি ভবন, দিলকুশা, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, বিসিআইসি ভবন, দিলকুশা, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি (---------- সকল)
৪। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি (------ সকল)
৫। চেয়ারম্যান, বিএফএ, আলরাজি কমপ্লেক্স, ১৬৬-১৬৭ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
(সার আমদানিকারকগণকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), খামারবাড়ী, ঢাকা।
৬। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৮। মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রশা: ও উপ:) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।